NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ডিমভাতেও লালঘর! ব্রিগেডে তৃণমূল স্টাইলে পেটপূজা বামেদের

বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘিরে পরিবেশ বিপর্যয়ের অশনিসংকেত ২

কলকাতা ২১ এপ্রিল ২০২৫ ৭ বৈশাখ, ১৪৩২ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.04.2025, Vol.18, Issue No. 309, 8 Pages, Price 3.00

লাল আবেগে পরিপূর্ণ ব্রিগেড

ছাব্বিশের লড়াই শুরুর ডাক সেলিমের

শুভাশিস বিশ্বাস

বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ঘুঁটি সাজাতে ময়দানে নেমে পড়ছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। বামেদেরও পাখির চোখ'২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শ্রমজীবী ভোটব্যাঙ্ককে পাখির চোখ করে রবিবার ছিল শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর ও বস্তি ফেডারেশনের ডাকে বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ। তবে রাজ্য জুড়ে মেরুকরণের গোলকধাঁধায় নিজেদের পায়ের তলায় যেন মাটি খুঁজে পাচ্ছে না বামেরা। তবে আশা ছাড়তে নারাজ তাঁরা। আর সেই কারণে রবিবার সকাল থেকে শিয়ালদা, হাওড়া স্টেশন, পার্ক সার্কাস-সহ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রিগেডে আসে মিছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে অনেকেই শনিবার রাতেই পৌঁছে যান কলকাতায়।

রবিবারের ব্রিগেড সমাবেশে বক্তার তালিকায় নজরে আসে সিটু-র সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহুর নাম। ছিলেন খেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক নিরাপদ সর্দার, হুগলি জেলার খেতমজুর ইউনিয়নের নেত্রী বন্যা টুডু, কৃষক আন্দোলনের নেতা অমল হালদার। এছাড়াও অন্যান্য বারের মতো পরিচিত মুখের মধ্যে ছিলেন সিপিএম-র রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

এবার ব্রিগেডের মূল মঞ্চটি দৈর্ঘে ছিল ৪৮ ফুট ও চওড়ায় ৩২ ফুট। ত্রি-স্তরীয় মূল মঞ্চের উচ্চতা ছিল ১০ ফুট। এখানেই বক্তব্য রাখেন নেতা-নেত্রীরা। ব্রিগেডের মাঠে ভিক্টোরিয়ার দিকে তৈরি করা হয়েছিল মঞ্চ, মঞ্চের মুখ ছিল দক্ষিণ দিকে।

মূল মঞ্চের নিচে ছিল সাংস্কৃতিক মঞ্চটি। মূল মঞ্চের সামনে থাকছে দ্বি-স্তরীয় ব্যারিকেড, তারপরই সাধারণ কর্মী সমর্থকদের বসার জায়গা। প্রবল তাপদাহের কথা মাথায় রেখে মাঠ জুড়ে রাখা হয়েছিল পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। ছিল দুটি মেডিক্যাল ক্যাম্পও।

এদিনের এই সভা থেকে মহম্মদ সেলিম প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে জানালেন, 'লাল ঝান্ডা ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই এই ব্রিগেড ভরানোর।' সঙ্গে ২০২৬-এর লড়াইয়ের শুরুর ডাক দিয়ে দিলেন মহম্মদ সেলিম। এর পাশাপাশি সেলিমের সতর্কবাণী, 'দেশ বাঁচাতে হলে লাল ঝান্ডাকে মজবুত করতে হবে। যাঁরা বিজেপির টাকা খাবে না, তৃণমূলের ভয় পাবে না, তারা সবাই মিলে লড়ব আমরা। আমাদের নেতা নেত্রী টালিগঞ্জ আর বলিউড থেকে উঠে আসে না। মাঠের লড়াই জমির লড়াই।' এখানেই শেষ নয়, ব্রিগেড মঞ্চ থেকে মহাম্মদ সেলিমের বার্তা, 'ফুটবলের ভাষায় নেমে খেলতে হবে। গোল করবেন তো! আমাদের লড়াই ধর্মের না। আমরা মুর্শিদাবাদে বাংলাদেশের মত নিধনের জায়গা হতে দেব না। ওরা ট্রেন বেচে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রাম বেচে দিচ্ছেন।'

তৃণমূল-বিজেপিকে এক ঢিলে বিদ্ধ করে করে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক সেলিম জানান, 'দিন পাল্টাচ্ছে তার আগাম বার্তা আসছে। তৃণমূল-বিজেপি সকলেই খেটে খাওয়া মানুষের পিষে মারার চেষ্টা করছে। বিজেপি ও তৃণমূলের যে সব নেতারা একে অপরকে গালাগাল দেয় তাদের দু-জনের চিত্রনাট্য একজনেরই লেখা। সেটা হল, আরএসএস মোহন ভগবত।' এরপরই হুঁশিয়ারির সুরে সেলিম জানান, 'ব্রিগেড থেকে দাবি করছি, বাংলার শান্তি সম্প্রীতি ভাঙতে যারা উস্কানি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে কলকাতা পুলিশকে। নাহলে আমরা সব থানায় এফআইআর করব।' এখানেই শেষ নয়, সেলিমের ঝাঁঝালো বক্তব্যে বারবারই উঠে আসে মুর্শিদাবাদ পরিস্থিতি। বলেন,'বাংলায় অশান্তি ঝামেলা আটকানোর জন্য এলাকাভিত্তিক নজরদারি কমিটি তৈরি করতে হবে। হর সুন্দর দাস ও চন্দন দাসদের মৃত্যুর পিছনে কে আছে কারা করল পরিস্থিতি অশান্ত সেটা দেখতে হবে।'

এর পাশাপাশি চড়া সুরে বক্তব্য রাখেন খেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী বন্যা টুডু। হুগলির দাদপুরে জমির লড়াইয়ে প্রশাসনকে পিছু হটাতে বাধ্য করার ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'মানুষ বলছে, ছাব্বিশে খেলা হবে। ব্যাট হবে, বলও হবে। উইকেট আমরা ফেলব। বুথে নজর রাখব। সব বুথে নজর রাখব।' একইসঙ্গে দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর বার্তা, 'কেবল বক্তৃতা শুনলে হবে না। ফিরে গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ ভালো নেই। দুটো সরকার মানুষের জীবন শেষ করে দিচ্ছে। গ্রামে হাতি ঢুকলে আমরা গ্রামের লোকেরা আগুন ধরিয়ে তাড়াই। পুলিশ প্রশাসন যারা জমি দখল করতে আসে, তাদেরকেও এই ভাবে তাড়াতে হবে। সব জেলায় লড়াই হচ্ছে, জমি দখল মুক্ত করা হচ্ছে। আমাদের লড়াই খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই।'

এদিনের সভা মঞ্চ থেকে ২০ মে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের পক্ষে প্রস্তাবও গৃহীত হয়। শ্রম কোড বাতিলের দাবিকে সামনে রেখে এই ধর্মঘটের আহ্বান। রবিবার ব্রিগেড সমাবেশে ধর্মঘটকে সমর্থনের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করেন সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যাকে সমর্থন করেন সারা ভারত কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার। এই প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ধর্মঘটকে সফল করার জন্য খেটে খাওয়া মানুষ, সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে। আক্রমণ বহুমুখী, সব অংশের মেহনতি মানুষ আক্রান্ত। সব অংশের কাছেই পৌঁছতে হবে।' সঙ্গে তাঁর বার্তা,'সবার কাছেই এই আহ্বান থাকবে যে দেশ রক্ষা কর, আমাদের রাজ্যে বদল আনো।'

পাশাপাশি এও জানানো হয়, ব্রিগেড থেকে ফিরে যাওয়ার পর আর বসে থাকা নয়। একটা মাস ধরে গ্রামে শহরে অসংখ্য পথসভা, মিটিং মিছিলের মধ্য দিয়ে ব্যারিকেড গড়ে তুলতে হবে। কৃষক এবং খেতমজুর আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব গ্রামকে জাগিয়ে তোলা। শ্রম কোড বাতিল না হলে বিপদ। আর এই ধর্মঘট সফল করতে পারলে পরের লড়াইকে তা শক্তি জোগাবে। যাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, 'কোভিড পরিস্থিতির পর বিরোধীদের বাইরে রেখে চোরের মতো শ্রম কোড পাশ করিয়েছিল মোদি সরকার। এখনও তা কার্যকর করা হয়নি। কিন্তু এই কোড বাতিল না হলে শ্রমিককে দাসে রূপান্তরিত করা হবে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। আর এই শ্রমকোডের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাকে সফল করতে হবে।'

বুকে কাঁপন ধরাবে এই ব্রিগেড: সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিন মাঠ ভরা শ্রমজীবিদের দেখে সেলিম বলেন, 'যাঁরা দূরবীন দিয়ে লাল ঝান্ডা দেখতে পাচ্ছিল না, তাদের বুকে কাঁপন ধরাবে এই ব্রিগেড। কাজের জায়গা ছোট হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র, রাজ্যে কোথাও নিয়োগ হচ্ছে না। যেখানে নিয়োগ হচ্ছে, সেখানে দুর্নীতির পাহাড়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৬ হাজার মানুষের চাকরি গিয়েছে। আমাদের দাবি, সাম্প্রদায়িক হিংসা যে ছড়াবে, পুলিশকে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। না হলে আমরা রাজ্যের সব থানায় এফআইআর করব। লাল ঝান্ডা কোনও কাপড়ের টুকরো না। চিটফান্ডের টাকা দিয়ে তা কেনা হয়নি। এত রোদে কী ভাবে লাখ লাখ মানুষ বসবেন, অনেকে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রতি প্রকৃতিও সহায়। তপ্ত রোদ ওঠেনি। দেশ বাঁচাতে হলে আবার লাল ঝান্ডাকে মজবুত করতে হবে।'

'রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবতা, নারীদের পাশে দাঁড়ানো রাজ্যের কর্তব্য'

অশান্তির এলাকা ঘুরে উদ্বেগে মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার শিকার পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। ১৮ ও ১৯ এপ্রিল মালদা ও মুর্শিদাবাদের হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে আক্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাঁদের বেদনা, আতঙ্ক ও নিপীড়নের কথা শুনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাহাতকর।

চেয়ারপার্সনের বক্তব্য, 'যেভাবে মহিলাদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে অমানবিকভাবে মারধর করা হয়েছে, ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে, তা কল্পনাতীত। এমনকি কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের কন্যাদের তুলে দিতে বলা হয়েছিল। এটা নিছক রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটা মানবতার প্রশ্ন। আমি এখানে রাজনীতির জন্য আসিনি, এসেছি সেই সব মহিলার পাশে দাঁড়াতে, যারা অপমানিত, নিগৃহীতা, উদ্বাস্তু হয়ে জীবনযাপন করছেন।'

তিনি জানান, 'রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, এই নারীদের নিরাপত্তা ও ন্যায়ের নিশ্চয়তা দেওয়া। ওরা আমাদেরই লোক; তাদের অসহায়ভাবে ত্রাণশিবিরে দিন কাটাতে দেওয়া যায় না।' রাহাতকর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ও ত্রাণশিবির ঘুরে দেখেন। সেখানেই এক সদ্যোজাত শিশুর মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ঘর সাজিয়ে সন্তানের আগমন উদযাপন করার স্বপ্ন ছিল। আজ আমার কোলের শিশুটি ত্রাণশিবিরে জন্ম নিচ্ছে। জানি না, ওর ভবিষ্যৎ কী হবে।'

কেউ স্বামী হারিয়েছেন, কেউ ছেলে। প্রত্যেক মহিলার কণ্ঠে বেদনার ইতিহাস। চেয়ারপার্সনের মন্তব্য, 'যাঁরা প্রশ্ন তোলে, কেন এ সব নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, তাঁদের উলটে প্রশ্ন করা উচিত, এই নারীরা কীভাবে বেঁচে আছেন? আর জবাবদিহি চাইতে হবে অপরাধীদের কাছ থেকে।' এছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনকেও আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন এই নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়ায় এবং পুনর্গঠনের লড়াইয়ে সাহস ও সহমর্মিতা দেখায়।

আজ থেকে দু'দিনের জেলা সফর মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'দিনের পশ্চিম মেদিনীপুর সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ শুরু হবে তাঁর সফর। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে জেলায়। উপনির্বাচনের পর এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পশ্চিম মেদিনীপুর সফর। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে রীতিমতো সাজসজ রব জেলাজুড়ে। কড়া নিরাপায় মুড়ে ফেলা হয়েছে জেলাকে। ট্রায়াল রানও করে ফেলেছে হেলিকপ্টার।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী শালবনির জিন্দাল প্রকল্পে ১৬০০ মেগা ওয়াটের পাওয়ার প্লান্টের ভিপ্রিস্তর উদ্বোধন করবেন। সেই সঙ্গে, পুজোও দেবেন তিনি। এরপর, চপারে উড়ে যাবেন মেদিনীপুরের কলেজ কলেজিয়েট মাঠে ।

কলেজিয়েট মাঠেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার জন্য বড় টেন্ট লাগিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এরপর গাড়িতে সার্কিট হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে দলের বিধায়ক, সাংসদ ও নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এই বৈঠকের পরই জেলা সভাপতির নাম ঘোষণার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার মেদিনীপুর কলেজ কলেজিয়েট মাঠে সভা করতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা শেষ করে চপারে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বাভাবিক হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দুই উপদ্রুত এলাকা

ফিরছে ঘরছাড়ারা, গ্রেপ্তার ২৮৯

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকা সামশেরগঞ্জ এবং সুতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে বলে দাবি করলেন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায়। তিনি বলেন, 'অশান্তি মোকাবিলায় জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পুলিশ।'

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার জানান, গত কয়েক দিন ধরে এলাকায় নতুন করে অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। নতুন করে মামলাও দায়ের হয়েছে। সুতি এবং সামশেরগঞ্জ এলাকায় যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে, তাতে শনিবার পর্যন্ত মোট ১৩৮টি মামলা রুজু হয়েছে। তার মধ্যে শনিবারই নতুন করে ১৪টি মামলা রুজু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অশান্তির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ২৮৯ জনকে।

পুলিশ সুপার আরও জানান, সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরে

জানালেন এসপি

আসার ফলে ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০টি পরিবার নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছে। তাঁর কথায়, 'আরও কিছু পরিবার দ্রুত ফিরে আসবে বলে আমরা আশাবাদী। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি জারি রয়েছে। জাফরাবাদ এবং আশপাশের এলাকায় তিনটি পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে।' তবে প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এখনও অন্তত ২০০ পরিবার ঘরছাড়া।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অশান্তির ঘটনার তদন্তে স্থানীয় পুলিশকে সাহায্যের জন্য রাজ্য পুলিশের তরফে সিট গঠন করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তকারীরা এবং ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবের আধিকারিকেরা জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে একাধিক তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছেন।

কেন্দ্রীয় এসএসসি পরীক্ষায় আধার বাধ্যতামূলক

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ একাধিক রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রের 'স্টাফ সিলেকশন কমিশন' (এসএসসি)। নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি রুখতে চাকরিপ্রার্থীদের আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক করতে চলেছে এসএসসি। এর ফলে পরিচয় যাচাইকরণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী মে মাসে এসএসসি পরীক্ষা রয়েছে। ঠিক তার আগে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ।

অতীতে নিয়োগ পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় আধার কার্ডের ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিল এসএসসি। যদিও এবার সমস্ত পরীক্ষার্থীর জন্য আধার কার্ডের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হল। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে এসএসসি। সেখানে বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীর পরিচয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে আধার কার্ড লাগবেই।

রামবানে হড়পা বানে মৃত তিন, ক্ষতিগ্রস্ত বহু বাড়ি

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল: ভারী বৃষ্টির জেরে জম্মু-কাশ্মীরের রামবানে আচমকা হড়পা বান নামে রবিবার। রামবানের ধর্মকুণ্ড গ্রামে এদিন সকালে হড়পা বানে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। নিখোঁজ এক জন। বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। গত দু'দিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরের কয়েকটি অঞ্চলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত বহু এলাকায়। বৃষ্টির পাশাপাশি বহু জায়গায় ধস নেমেছে। ধসপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে ইতিমধ্যেই বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। চন্দ্রভাগা নদীর জলস্তর ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়েছে। ফলে নিচু এলাকাগুলি বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, রবিবার সকালে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে। ধর্মকুণ্ড গ্রামের একটি খালের জল বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছয়। আচমকাই হড়পা বানের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকেই উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেন। তবে জলের তোড়ে বহু বাড়ি ভেসে যায়। বহু গ্রামবাসী আটকে পড়েন। প্রশাসন সূত্রে খবর, ৯০-১০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারের কাজ চলছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, এই দুর্যোগের জেরে জম্মু-কাশ্মীরে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তবে স্থানীয় প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। রামবান শহরে শিলাবৃষ্টি, তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া চলছে। বহু জায়গায় ধস নেমেছে। ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। হড়পা বানে রামবানে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই " বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com ।

ঝড়বৃষ্টির দিন আপাতত শেষ, দক্ষিণবঙ্গ পোড়াতে ৫ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা

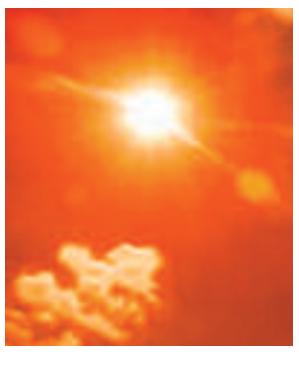

নিজস্ব প্রতিবেদন: চৈত্রের শেষ লগ্নে, বৈশাখের শুরুতে কালবৈশাখীর দাপট দেখেছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। তবে আর বৃষ্টি নয়। ঝড়বৃষ্টির দিন আপাতত শেষ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, এ বার গরম বাড়বে। কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপামাত্রা। বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত আর নেই।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়েই দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার পর কালবৈশাখী সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে। কিন্তু বৈশাখের গরম তার চেনা ছন্দে ফিরতে পারে চলতি সপ্তাহেই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে তার পরের চার দিনে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। ফলে একাধিক জেলায় গরমে হাঁসফাঁস পরিস্থিতি তৈরি হবে।

সোমবার থেকে দক্ষিণের আর কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে অবশ্য বৃষ্টি চলবে। সারা সপ্তাহ ধরেই উত্তরের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে মঙ্গলবার পর্যন্ত। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে মঙ্গলবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহের কিছু জায়গায় বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে শুধু রবিবার। তবে উত্তরবঙ্গেও আগামী চার দিনে চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপামাত্রা।

রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দুই ডিগ্রি বেশি।

ডিমভাতেও লালঘর! ব্রিগেডে তৃণমূল স্টাইলে পেটপূজা বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তীব্র ভ্যাপসা গরমের দুপুর। মাথার উপরে রোদ, গায়ে ঘাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রিগেডের মাঠে বামেদের কর্মী-সমর্থকদের কটাই ভরসা;ক থালা গরম ভাত আর তার সঙ্গে সেদ্ধ ডিম। বছরের পর বছর ধরে সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশ মানেই একরাশ নস্টালজিয়ার ছবি। এক সময় গ্রামবাংলার মানুষ যখন এই মহাসমাবেশে আসতেন, তখন সঙ্গী থাকত রুটি বা মুড়ি। কেউ কেউ জল নিয়ে আসতেন বাড়ি থেকে। কিন্তু সময় বদলেছে। এবার দেখা গেল, ব্রিগেডের মধ্যেই মিলছে ডিম-ভাতের আয়োজন। বাঁকুড়া থেকে আগত এক বাম কর্মীর কথায়, 'অনেক সকালে এসেছি। খিদে পেয়েছে। ডিম ভাত খেলাম।' সমাবেশ শুরু হতে তখনও খানিক দেরি। তার আগে একটু পেটপূজা করে নিচ্ছেন সকলে।

ডিমভাত কিন্তু ককালে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্র্যান্ডেড মেনু হিসেবেই পরিচিত ছিল। বিশেষ করে ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশে বরাবর দেখা গিয়েছে, গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ ডিমের থালা। কারণ, বিভিন্ন জেলা থেকে আগত হাজার হাজার কর্মীর পুষ্টি বজায় রাখ তে এই সরল অথচ কার্যকরী খাদ্যই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করতেন শাসক দলের নেতারা। এবার সেই চিত্রই দেখা গেল সিপিম-এর ব্রিগেডে। রাজনৈতিক বক্তৃতা শোনার আগে কর্মীদের মুখে খাবার তুলে দিতে দলের পক্ষ থেকে যে প্রস্তুতি, তাতে স্পষ্ট, বামেদের নস্টালজিয়ায় বার ঢুকে পড়েছে ডিমভাতেও। সিপিম নেতাদের বক্তব্য না-হোক, এই মেনু নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু রাজনৈতিক মহলে। কেউ বলছেন, ডিমভাতের লড়াইতেও কি এবার 'লাল' বনাম 'সবুজ'?

বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘিরে পরিবেশ বিপর্যয়ের অশনিসংকেত

রাজীব মুখোপাধ্যায় • হাওড়া

এক নদী পাড়ে শুরু হয়েছিল সবুজের স্বপ্ন। আজ সেই নদীই হয়ে উঠছে আশঙ্কার কারণ। হাওড়ার শিবপুরে অবস্থিত এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন উদ্ভিদ উদ্যান, অচিন্ত্য কান্তি চন্দ্র বোস বোটানিক্যাল গার্ডেন। গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা এই ঐতিহাসিক গার্ডেনের অস্তিত্বই আজ প্রশ্নের মুখে। নদীর গতিপথ বদল, শহুরে নির্মাণ, পলি সঞ্চয়ের অসাম্য, আর প্রশাসনিক দোলাচলে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে এক গভীর পরিবেশগত সঙ্কট। গঙ্গা ভাঙনের বিপদ আজ আর শুধু নদীতীরে বসবাসকারী কিছু মানুষের সমস্যা নয়, এটা এক ঐতিহ্য, এক প্রাণতন্ত্রকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার পূর্বাভাস।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের সংলগ্ন অংশে নদীভাঙনের প্রসঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনের জয়েন্ট ডিরেক্টর দেবেন্দ্র কুমার সিং বলেন, 'নাজিরগঞ্জ থেকে হিবিসকাস অবধি কিছুটা প্যাঁচিং হয়েছে। সিমেন্ট-কংক্রিট দিয়ে পাড় শক্ত করা হয়েছে, তাই আপাতত নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তার পরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিশেষত বি কলেজের দিকে, এখনও কাঁচা রয়েছে। সেখ ানেই ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে।' তিনি আরও জানান, 'এই ভাঙন একাধিক মামলায় পৌঁছে গিয়েছে এনজিটি-র (ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল) দরজায়। যদিও জলসম্পদ দপ্তর কিছু সাময়িক ব্যবস্থা নিয়েছে, তা স্রেফ বালির বস্তা ও অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে পরিস্থিতি ঠেকানোর চেষ্টা। কিন্তু স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিজস্ব ভূখণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' পরিবেশ-বিজ্ঞানী ডঃ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী জানান, 'গঙ্গার ভূপৃষ্ঠগত গঠনে আমরা সাম্প্রতিক কালে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করছি। শুধু জলপ্রবাহের দিক নয়, নদীর গভীরতা, গতিপথ, স্রোতের প্রকৃতি সবকিছুই বদলে গিয়েছে। পলি জমার অনিয়ম ও চর গঠনের ফলে হাওড়ার পাড়ে চাপ তৈরি হচ্ছে, বাড়ছে ভাঙন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের নির্বিচার নগরায়ণ।'

তিনি আরও বলেন, 'রিসর্ট, হাইরাইজ, রাস্তা তৈরির নামে নদীতীর থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে শ্বাসমূলীয় গাছ, কাটা হচ্ছে পাড়ঘেঁষা বনাঞ্চল। এই গাছগুলিই ছিল ভাঙন ঠেকানোর প্রাকৃতিক ব্যারিকেড। এখন গঙ্গার চরিত্র যেমন বদলাচ্ছে, জলও তেমন বদলে যাচ্ছে।' মাটির ইতিহাস মুছে যাচ্ছে, জীববৈচিত্রের সংকেত মুছছে। এক সময় গঙ্গার পাড় ঘেঁষে জন্মাত সুন্দরী, গড়ান, গেওয়ার মতো লবণ সহিষ্ণু বায়ো-ইন্ডিকেটর গাছ। এখন তারা সরে যাচ্ছে। কিছুটা জায়গায় ফিরে আসছে এই গাছগুলিই, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এরা কি প্রকৃতিই ফের পাঠাচ্ছে আত্মরক্ষার সংকেত? ডঃ নন্দী চক্রবর্তীর কথায়, 'গাছ না থাকলে মাটির সঙ্গে জল ও জীবনের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ এক বিপজ্জনক পরিণতির ইঙ্গিত।' তিনি আরও বলেন, 'আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো জায়গাও গাছ ধরে রাখতে পারছে না, তাহলে আর কোথায় পারবে?' জল দূষণ ও লবণাক্ততার বিস্তার বহুগুন। গঙ্গার জলে নোনা জলের অনুপ্রবেশ এবং জলমানের পতন নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদরা।

দেবেন্দ্র কুমার সিং জানাচ্ছেন, 'আমরা এক সরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গার্ডেনের কাছে ৫০০ মিটার এলাকাজুড়ে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগিয়েছি। সেই সংস্থা প্রতি ত্রৈমাসিকে গঙ্গার জলের গুণমান পরিমাপ করছে।' এমনকী সুন্দরবনের মতো এলাকায় যেসব গাছ শুধুমাত্র লবণাক্ত জলে জন্মায়, সেগুলিও এই অঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে নদীর জলে লবণাক্ততা বাড়ছে। প্রশাসনিক জটিলতা ও বিচারাধীনতা, সমস্যা আরও বাড়াচ্ছে। দেবেন্দ্রবাবু জানান, 'আমরা পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রককে জানিয়েছি। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু আদালতের বিচারাধীন, তারা এখনই কোনও নির্দেশ দিতে পারছে না। যদি তারা বলে গার্ডেনই এই কাজে দায়িত্ব নিক, তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব। তবে এ মুহূর্তে আমরা হাতে বাঁধা।' প্রকৃতি বনাম প্রশাসন, কার হাতে ভবিষ্যৎ? নদীভাঙন, জলদূষণ, গাছ উচ্ছেদ, এই সব কিছুর যোগফলে আজ প্রশ্নের মুখে পড়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অস্তিত্ব। প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাব, বিচারালয়ের দীর্ঘসূত্রিতা, আর পরিবেশ রক্ষার সদিচ্ছার অভাবে সময় যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ডঃ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর সতর্কবার্তা, 'আমরা যদি আজই ব্যবস্থা না নিই, তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে কিছুই থাকবে না, না গঙ্গা, না তার পাড়, না তার জীববৈচিত্র।'

একটা ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশ চলে যাচ্ছে ভাঙনের মুখে। প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি আরেকটা 'সুন্দরবন' হারাতে চলেছি? এই প্রতিবেদনে পরিবেশবিদ ও প্রশাসনের কণ্ঠস্বর একসঙ্গে মিলছে, তবু তৎপরতা নেই। আর দেরি নয়, এখনই উদ্যোগ না নিলে, সবুজ এই স্বপ্ন হয়তো কেবল ইতিহাসে টিকে থাকবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ এপ্রিল, সোমবার, ৭ই বৈশাখ। অষ্টমী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ছাত্র ছাত্রীদের জন্যও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শ্বশুরবাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রীর গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে।

ধনু রাশি : যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি।

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেল জয়ন্ত সাহা, পিতা - স্বর্গীয় ভবেশ চন্দ্র সাহা, ঠিকানা - ব্যানার্জী লেন, রানাঘাট নদীয়া। ১৫৫ নং রানাঘাট মৌজার আর.এস ২০৯৪/৫৭৫২, এল.আর ৫৮১৬ নং দাগে ০.৬০ শতক এবং আর.এস ২০৯৫ এল.আর ৫৮১৭ নং দাগে ০১.৭২ শতক আমার মক্কেলের মাতা আঙ্গুর বালা সাহা তাহাকে ইং ২২/০২/২০১০ তারিখে রানাঘাট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ২১৮৯ নং দলিলে দান করেছেন যা রানাঘাট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ১৯৮৩ সালে ৫৫ নং এবং ১৯৮৬ সালে ৯২ নং আমমোক্তার নামা সূত্রে ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত। উক্ত বিষয় আমমোক্তার দাতা গণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিএল এন্ড এল আরও এর নিকট আপত্তি জানাতে পারবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কাজ হবে।

Sanjoy Kumar Baul
Advocate-Ranaghat Court
Enrolment No. W.B./673/2005

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী প্রদীপ সিনহারায় ওরফে প্রদীপ কুমার সিনহারায়** পিতা ৺ননী গোপাল সিনহারায়, **২)শ্রী তমাল বরণ সিনহারায়** পিতা দীননাথ সিনহারায়, **৩)শ্রী তপন কুমার সিনহারায়** পিতা ৺ননী গোপাল সিনহারায়, সকলের সাকিম আঁটি, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়গণ এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে (ক)বিগত ইং ২৬/০৯/২০২২ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-5807/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ও (খ)বিগত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-1946/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমাকে **(মীর সাজিদ হোসেন** পিতা মীর আবিদ হোসেন সাকিম বাবনান জোতকামাল, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত দুইটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং ২৫/০৪/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-4448/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তমসীন বেগম** স্বামী মীর সাজিদ হোসেন সাকিম বাবনান জোতকামাল, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়াকে ১১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা আঁটি, ১৮৯ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২৯, ১৪০, ২০১, ৩১৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩৮১ তথা হাল এল.আর. ৯৯২ নং দাগে শালি জমি ২৩ শতকের মধ্যে ১১ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **তমসীন বেগম** স্বামী মীর সাজিদ হোসেন তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মীর সাজিদ হোসেন**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা-হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

পুরীর নীলাচল আশ্রমে 'নাম দিগে যা' উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগন্নাথক্ষেত্র পুরীর নীলাচল আশ্রমে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কাছ থেকে নাম প্রচারের আদেশ পান- 'যা যা নাম দিগে যা।' ২৪ এপ্রিল এই আদেশ পান। এই উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মতো এবারও ২৩ এবং ২৪ এপ্রিল মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের নির্দেশকে পাথেয় করে সীতারামদাসজি শুরু করেন অখ গু নাম প্রচারের উৎসব। অখণ্ড নাম, রামায়ণ কথা, প্রার্থনা, আলোচনা, সন্ধ্যায় সীতারামদাসজি রতি নাটক বিরহিনী মঞ্চস্থ হবে ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘের পরিচালনায়। উৎসবের দ্বিতীয় তথা মুখ্য দিনে প্রভাতী কীর্তন শোভাযাত্রা মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান পরিক্রমা করে নীলাচল আশ্রমে শেষ হবে। মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে ভক্তদের জন্য। রাতে সীতারাম মহাসিন্ধুতীরে আলেখ্য মঞ্চস্থ হবে বলে আশ্রমের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন উত্তম দে।

বোরোলীন খাস নিবেদিত রূপম ইসলামের ষাটতম একক 'খাস একক' অনুষ্ঠানে প্রকাশ পেল রূপম ইসলামের 'গান সমগ্র'-এর দ্বিতীয় খন্ড। উপস্থিত ছিলেন বোরোলীন এর পক্ষে দেবাশীষ দত্ত, কবি জয় গোস্বামী প্রমুখ। পরে একক গান পরিবেশন করেন শিল্পী।

'নিজের কর্মীর নামই জানেন না!' ব্রিগেডে সেলিমের বক্তব্য নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিগেড সমাবেশে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেন, 'এই ভিডিওতে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করছিলেন দু'দিন আগে, অথচ নামটাই জানা নেই ঠিক করে!'

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, মুর্শিদাবাদের হিন্দু বিরোধী হিংসার শিকার হরগোবিন্দ দাসের মতো শহীদদের নাম ব্রিগেডের মঞ্চে উচ্চারিত হয়নি।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'ব্রিগেডে প্যালেস্টাইনের পতাকা ওড়ানো হয়, কিন্তু হরগোবিন্দ দাসের নাম উচ্চারিত হয় না। এটা কি বাংলা না গাজা?' তিনি আরও বলেন, 'সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে এক গোপন আঁতাত রয়েছে, যা ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে আসলে সাম্প্রদায়িক তোষণ করে।' তিনি বলেন, 'ভোট এলেই এরা একজোট হয়। যারা একসময় একে অপরকে 'গুন্ডা' বলত, তারা এখন হাত ধরাধরি করে হিন্দুদের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে।' শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

রাজ্যে ভেজাল ওষুধের চক্র, উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভেজাল ওষুধের রমরমা চক্র প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। একের পর এক অভিযোগে পরিষ্কার, সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে কিছু অসাধু চক্র। সেই কারণেই এবার নবান্নে প্রশাসনিক কড়া বার্তা; ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেবে রাজ্য। সম্প্রতি রাজ্যের শীর্ষ পর্যায়ের ১২টি দপ্তরের সচিব এবং সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেন, 'অন্য রাজ্য থেকে চোরাপথে জাল ওষুধ ঢুকছে। তা খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এটা বন্ধ করতেই হবে।' স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলাশাসকদের স্পষ্ট নির্দেশ, নিয়মিত নজরদারি ও আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, ছাড় দেওয়া যাবে না। বৈঠকে মুখ্যসচিব জানিয়ে দেন, ভেজাল ওষুধ শুধু আর একটি আইন-শৃঙ্খলার বিষয় নয়, এটি এখন জনস্বাস্থ্যের বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের জীবন বাঁচাতে তৎপরতা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই উল্টোডাঙার মুচিবাজার এলাকায় দুটি ওষুধের গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল ভেজাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। গোডাউন সিল করা হয়েছে। তাতেই স্পষ্ট, শহরের বুকেই গজিয়ে উঠেছে ভেজাল ওষুধের সিন্ডিকেট। এ দিনের বৈঠকে শুধু ভেজাল ওষুধই নয়, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ ও প্রসূতি মায়েদের মৃত্যু হ্রাস নিয়েও জোরালো বার্তা দিয়েছেন মুখ্যসচিব। কোভিডকালে তৈরি হওয়া ২০ শয্যার হাসপাতালগুলিকে শুধুমাত্র স্টোররুম বানিয়ে না রেখে ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়। শিশু বিকাশ প্রকল্পে রান্নার নিরাপদ পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথাও বলা হয়। সব মিলিয়ে, রাজ্যের প্রশাসন এখন নজর রেখেছে জনস্বাস্থ্য রক্ষায়। তবে তার বাস্তব রূপ কতটা ফলপ্রসূ হয়, সে দিকেই তাকিয়ে থাকবে রাজ্যবাসী।

সরকারি প্রকল্পে তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা আনতে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আর্থিক লেনদেন ও সরকারি প্রকল্পে তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা আনতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, সমস্ত জেলার প্রশাসনের কাছে ব্লক ও জেলা স্তরের সরকারি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট, দীর্ঘদিন খোলা থাকা অথচ ব্যবহার না হওয়া অ্যাকাউন্ট, এবং যেসব অ্যাকাউন্টে নিয়মিত বড় অঙ্কের লেনদেন হয় সেগুলির সুনির্দিষ্ট তথ্য তলব করা হয়েছে।রাজ্য অর্থ দফতর ইতিমধ্যেই একটি নতুন অনলাইন মডিউল চালু করেছে, যেখ ানে সংশ্লিষ্ট দফতর ও জেলা প্রশাসনকে এই সমস্ত তথ্য আপলোড করতে হবে। এই তথ্য ভান্ডারের মাধ্যমে তহবিলের গতিবিধি রিয়েল টাইমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া, জেলার মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন তহবিলের হিসেবপত্র যাচাই ও অডিটের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, জমা পড়ে থাকা পুরনো মামলার নিষ্পত্তি, অবৈধ বালি খাদানের রাশ টানা, এবং জমির মিউটেশন ও রূপান্তর সংক্রান্ত কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। জানা গেছে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক ব্যাংকে। কোথাও লেনদেন চলছে, কোথাও আবার বছরের পর বছর ব্যবহারই হচ্ছে না। ফলে প্রকৃত আর্থিক চিত্র বোঝা যাচ্ছে না। সেটাই এখন পরিষ্কার করতে চাইছে সরকার।অর্থ দফতর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারি অর্থব্যবস্থায় অধিক স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে প্রশাসনিক মহলে।

হাওড়া স্টেশনে জাল নিয়োগ চক্র ফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া নিউ কমপ্লেক্সে রেলের টিকিট পরীক্ষকের ছদ্মবেশে থাকা এক ব্যক্তিকে ধরে ফেললেন খড়গপুর ডিভিশনের বাণিজ্যিক বিভাগের সিটিআই বা ইনচার্জ দেবদুলাল ভট্টাচার্য ও তাঁর দল।

শনিবার রাতে সন্দেহজনক আচরণের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা জানতে পারেন, তিনি রেলের প্রকৃত কর্মচারী নন।

ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একাধিক ভুয়ো পরিচয়পত্র। জানা যায়, 'রেল কর্মী' সাজিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনে এমন প্রতারণামূলক কাজ করছেন তিনি ও তাঁর ২-৩ জন সঙ্গী। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত রাউনিত রাজ শ' জানান, একটি সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্র ভুয়ো রেল নিয়োগ, নকল প্রশিক্ষণ ও আইডি কার্ড দিয়ে

তাঁদের এই কাজে লাগাচ্ছে। প্রাথমিক আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ধৃতকে পূর্ব রেলের আরপিএফ আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

খড়গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম ও মুখপাত্র শ্রী নিশান্ত কুমার বলেন, 'এই ঘটনা সতর্কতা ও নিষ্ঠার এক অনন্য উদাহরণ। আমাদের দল মাটিতে নেমে প্রতারকদের ধরতে বদ্ধপরিকর।' খ ড়গপুর শাখার ডিআরএম কে.আর. চৌধুরী এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, 'রেল এই ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে শূন্য-সহনশীল নীতি গ্রহণ করেছে। এই অভিযান আরও জোরদার করতে হবে।' রেলের বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা বিভাগ সমন্বয়ে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে, যাতে এমন প্রতারকদের আগে থেকেই চিহ্নিত করে আটক করা যায়।

বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতির নতুন নিযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপির সংগঠন পর্বের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি সাংগঠনিক জেলায় নতুন জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা করলেন রাজ্য বিধায়ক তথা বিজেপি-র স্টেট রিটার্নিং অফিসার দীপক বর্মন। এই নিয়োগগুলি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নতুনভাবে যাঁদের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের তালিকায় রয়েছেন, উত্তর দিনাজপুরে নিমাই কবিরাজ, দক্ষিণ নদিয়ার অপর্ণা নন্দী, যাদবপুরের মনোরঞ্জন জোদ্দার, মথুরাপুরে নবেন্দু সুন্দর নস্কর, ঝাড়গ্রামে তুফান মাহাতো, কাটোয়াতে স্মৃতিকণা বসু। এই নিয়োগের খবর জানিয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ

Dipak Barman, MLA
State Returning Officer

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ
Bharatiya Janata Party, West Bengal

Dated: 20th April, 2025

Organizational Appointment

The following persons are hereby declared elected for the post of the District President for the respective Organizational District of Bharatiya Janata Party, West Bengal with immediate effect.

Sl. No.	Organizational District	President Name
1	Uttar Dinajpur	Shri Nimai Kabiraj
2	Dakshin Nadia	Smt. Aparna Nandy
3	Jadavpur	Shri Manoranjan Joddar
4	Mathurapur	Shri Nabendu Sundar Naskar
5	Jhargram	Shri Tufan Mahato
6	Katwa	Smt. Smritikana Basu

Thank you.

Regards,
Shri Dipak Barman, MLA
Returning Officer of Sangathan Parba
& General Secretary, BJP, WB

For Information:
1. Dr. Sukanta Majumdar, MP, State President, WB BJP
2. Shri Sunil Bansal, State Incharge, WB BJP
3. Shri Mangal Pandey, State Incharge, WB BJP
4. Shri Amit Malviya, State Co-Incharge, WB BJP
5. Shri Amitava Chakravorty, State General Secretary (Org.), WB BJP
6. Shri Satish Dhond, State Jt. General Secretary (Org.), WB BJP

6, Muralidhar Sen Lane, Kolkata - 73

সম্পাদক (সংগঠন) দীপক বর্মন প্রেস বিবৃতিতে জানান, তএই সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে কার্যকর হবে। দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নেতৃত্বকে দায়িত্ব দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।'

উল্লেখ্য, এই নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও রাজ্য ইনচার্জ সুনীল বংসল, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য, অমিতাভ চক্রবর্তী এবং সত্যীশ ধোন্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, সংগঠন পর্বের আওতায় এই ধরনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যজুড়ে, যা ভবিষ্যতের নির্বাচনী প্রস্তুতির দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

সোমে যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষকদের আজ, তালিকার প্রকাশের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমেই যোগ্য-অযোগ্যদেরা তালিকা প্রকাশ করার কথা এসএসসি'র। শোনা যাচ্ছে, পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাটা যেহেতু ২২ লক্ষ, তাই দুই পর্যায়ে প্রকাশ হতে পারে। ওএমআর শিটও দেখানো হবে বলে এসএসসি সূত্রে খবর। চাকরি বাতিল নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তাল হয় রাজ্য-রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও 'যোগ্য' চাকরিহারাদের একাংশ পথে নেমেছিলেন, ডিআই অফিসে বিক্ষোভ করেছেন। ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাকও দিয়েছিলেন তাঁরা। সেই পরিস্থিতিতেই ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক করেন চাকরিহারাদের একাংশ। এরপরই যোগ্য-অযোগ্যদেরা তালিকা প্রকাশ করবে

বলে জানায় এসএসসি। এসবের মাঝে মানুষের সমর্থন পাওয়া নিয়ে প্রবল সংশয়ে ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান স্থগিত করেছে চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিহারা একাংশের ঐক্যমঞ্চ। এই সিদ্ধান্তের বিষয় তারা পুলিশকে জানিয়েও দিয়েছে। এদিকে আশ্বাসমতো ২১ এপ্রিল, সোমবার যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করতে তোড়জোড় শুরু করেছে এসএসসি। নবান্ন অভিযান স্থগিত করা নিয়ে শনিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কী দরকার এসব করার। একটা আইনি লড়াই চলছে, সরকার সব ধরনের চেষ্টা করছে, তার পরও এসব করার কোনও মানে হয় না।' চাকরিপ্রার্থী ঐক্যমঞ্চের কথায়, 'লালবাজার, ভবানী ভবনে গত শুক্রবার পুলিশ আধিকারিকরা ডেকে বলেছেন, আপনাদের যা দাবি রয়েছে দিয়ে যান, আমরা সরকারের কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দেব। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আধিকারিকরা কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। পুলিশ আধিকারিকের আশ্বাসের পর নবান্ন অভিযান আপাতত হচ্ছে না।' উল্লেখ্য, এদিকে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আগামী সোম-মঙ্গলবার এবং শুক্র-শনিবার স্কুল বন্ধের ডাক দিয়েছে পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশ।

'ইনকিলাব জয় শ্রীরাম' খোঁচা কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই বামেদের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের সমীকরণ ধীরে ধীরে বদল হয়েছে। শাসকদল তৃণমূলের বিরোধিতায় লাল পার্টিকে শক্তিশালী করে ক্ষমতায় ফেরানো কার্যত অসম্ভব, তা বুঝে বহু বাম কর্মী, সমর্থক ভোটদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছেন। তৃণমূলকে ধরাশায়ী করতে পদ্মে ভোট দিতে দ্বিধা করেননি। একুশের পর থেকে একাধিক নির্বাচনে তা প্রমাণও হয়ে গিয়েছে ভোটের অঙ্কে। এই আবহে ভরা বৈশাখে সিপিএমের চার গণসংগঠনের আয়োজিত ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় খোঁচা দিলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বাস্তব চিত্র তুলে ধরে তাঁর কটাক্ষ, 'ইনকিলাব জয় শ্রীরাম, এটা মুখোশধারী রামবামের ব্রিগেড।'

সোশাল মিডিয়া পোস্টে কুণাল ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আবার বলছি, যাঁরা আজ সিপিএমের ব্রিগেডে যাবেন, বড় বড় কথা বলবেন, তাঁরা ৯৯ শতাংশই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, দিচ্ছেন। সভায় সামান্য কিছু লোক দেখানোটা বড় কথা নয়, এঁরাই ফিরে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দেন। আগেও একাধিকবার এটা ভোটের অঙ্কে প্রমাণিত। ফলে, আজকের ছবির ক্যাপশন মঞ্চ সিপিএমের, ভোটার বিজেপির। এটা মুখোশধারী রামবামের ব্রিগেড।' এরপর তিনি একটি ভিডিও পোস্ট করে দেখিয়েছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময় বুথে বসা এক এজেন্ট কীভাবে বামপন্থী কর্মী হয়েও বিজেপিকে জেতানোর চেষ্টা করবেন বলে প্রকাশ্যেই জানাচ্ছেন। আর এই ভিডিওর শিরোনামে তাঁর খোঁচা, 'ইনকিলাব জয় শ্রীরাম।' আসলে, আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বামেরা প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপিকে। তবে বাংলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে একই আসনে বসানো হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপিকে। তৃণমূলের জনদরদী প্রকল্পের সুবিধার কথা বাদ রেখে তাদের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তাকেই প্রচারের হাতিয়ার করেছে বামেরা। আর তার নিরিখেই পালটা কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

ব্রিগেডে নিয়ে কুণালকে পালটা সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুণাল ঘোষ বলছেন, 'ব্রিগেডে যাঁরা যান, তাঁদের ৯০ শতাংশই বিজেপির লোক।' এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, 'ধন্যবাদ কুণালবাবুকে, উনি অজান্তেই স্বীকার করে নিলেন, ব্রিগেডে ভিড় বাড়াতে বিজেপির কর্মীদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়! কিন্তু বিজেপির কর্মীরা নিজেদের মঞ্চ নিজেরাই গড়ে নেয়। কংগ্রেস-সিপিএমের বেলুনে চড়ে ওঠে না।' তারপরেই ফেরি পরিষেবা বন্ধ নিয়ে খোঁচা সুকান্তর। বলেন, 'এটা শুধু ব্রিগেডের জন্য নয়, ওরা যেখানে 'যুদ্ধ' করে, সেখানেও ফেরি বন্ধ হয়ে যায়!' তিনি সাফ জানান, 'ব্রিগেড সমাবেশ নতুন কিছু নয়। এটা ওদের স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল। কংগ্রেস যখন ওদের সঙ্গে থাকে, তখনও এটাই হয়। তাই এতে নতুন কিছু দেখছি না।' তিনি বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেন সিপিএম-কংগ্রেসের জোট যতই চেষ্টা করুক, বিজেপি তার সঙ্গে নেই। আর ব্রিগেডের জমায়েতেও তাদের কোনও ভূমিকা নেই।

মাতৃভূমি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলাদের সুবিধার্থে বিশেষ 'লেডিস স্পেশাল' ট্রেন বা মাতৃভূমি লোকাল চালু করেছিল রেল। যদিও, হাওড়া ডিভিশনে সেই ট্রেনে দুটি কামরা বরাদ্দ থাকত সাধারণ সকল যাত্রীদের জন্য। তবে রেল জানিয়েছে, এবার থেকে আরও কিছু বগি সংরক্ষিত হবে তাদের জন্য। কিন্তু সেটা হবে এবার শিয়ালদা শাখায়। চার-পাঁচ-ছয়, এই তিনটি বগি এবার সংরক্ষিত করা হবে। খুব শীঘ্রই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে বলে রেলসূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, শিয়ালদা বিভাগে মাতৃভূমি লোকালগুলি ফাঁকাই যাতায়াত করছে। কার্যত খালি কামরা নিয়েই চলছে ট্রেনগুলি। বর্তমানে আবার লোকাল ট্রেনগুলির পরিকাঠামো আরও উন্নত হয়েছে। শিয়ালদা বিভাগ তার প্রায় ৯০০টি উপনগর পরিষেবাকে ৯ কোচ থেকে বাড়িয়ে ১২টি কোচবিশিষ্ট ইএমইউ-তে রূপান্তর হয়েছে। তাই রেল আশ্বস্ত করেছে, লেডিস স্পেশ্যালে কয়েকটি কোচ সাধারণ অর্থাৎ পুরুষ এবং মহিলা উভয় যাত্রীদের জন্য বাড়ালে মহিলা যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা ব্যহত হবে না। তাই যাত্রী সাধারণের কথা মাথায় রেখেই এই পরিবর্তন খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে মাতৃভূমি লোকালে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন ধরেই শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ড হারবার লাইনে একাংশ পুরুষ যাত্রী প্রতিবাদ করেছিলেন মহিলা কামরা বৃদ্ধি করার জন্য। তাঁদের অভিযোগ ছিল, অফিস টাইমে প্রচুর ভিড় হয়। ঠেসাঠেসি করে যাতায়াত করতে হয় তাঁদের। মহিলা কামরা বাড়লে, তাতে উঠতে পারেন না পুরুষ যাত্রীরা। সেই কারণেই অবরোধ করেছিলেন তাঁরা। এই আবহের মধ্যেই এবার লেডিস স্পেশাল ট্রেন নিয়ে নেওয়া হল বড় সিদ্ধান্ত।

আইনের ন্যাচারাল জাস্টিস মডেল ঘোষণা সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরাধ ও প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সরাসরি ঘোষণা করে বললেন, 'সব অপরাধীর শাস্তি হবেই, এটাই আমাদের দলের স্পষ্ট নীতি। আগেই বলেছি, যাদের সরকার আসবে তারা আইন মেনে চলবে। কিন্তু যে আইন ভাঙবে, আইনের ঘা পড়বে তার বাড়িতেই।' সাফ হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'যে অন্যের বাড়ি ভেঙেছে, আমরা তার বাড়ি ভাঙব, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব, মামলা করব। আর যার বাড়ি ভাঙা হয়েছিল, তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে বাড়ি ফের তৈরি করে দেব। এটা কোনও প্রতিশোধ নয়, এটা প্রকৃত ন্যায়ের আইন 'ন্যাচারাল জাস্টিস'। অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি নয়, ভুক্তভোগীর প্রতি ন্যায়।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের প্রতি সম্মতি জানিয়ে সুকান্ত বলেন, 'শুভেন্দুবাবু যেমন বলেছেন, এটা কোনও সংগঠনের সূচনা নয়, এটা অ্যাকশন। আমরাও এখন কথার রাজনীতি নয়, কাজের রাজনীতির মধ্যে আছি।' কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাবদ্ধতা মানলেও সাংবিধানিক কমিশনগুলির ভূমিকা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার সব কিছু করতে পারে না, কারণ ফেডারেল স্ট্রাকচারের সীমা রয়েছে। কিন্তু মানবাধিকার কমিশন হোক বা মহিলা কমিশন, এদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার প্রয়োগ করাই উচিত। যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তারা সংবিধানের ভিতর থেকেই কাজ করুক।' শেষে সংবিধানকে উদ্ধৃত করে তাঁর বার্তা, 'কেউ সংবিধান ভেঙে জিততে পারবে না। যার বাড়ি ভেঙেছে, তার পক্ষেই দাঁড়াবে আইন। অন্যায়ের বাড়িতেই পড়বে আইনের হাত। বিজেপি ন্যায়ের পথে, প্রতিশোধ নয়, বিচারই আমাদের অস্ত্র।'

মুখ্যমন্ত্রীকে খুব শীঘ্রই মিথ্যাশ্রী উপাধি দেওয়া হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীকে খুব শীঘ্রই মিথ্যাশ্রী উপাধি দেওয়া হবে। রবিবার পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা থানার সামনে গন অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদে গন্ডগোল পাকানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী আর এস এস এবং বিজেপিকে দায়ী করছেন। কিন্তু আর এস এস কিংবা বিজেপির একজন লোকও যদি আক্রমণ করতো। তাহলে তো ওখানে মুসলিমদের ঘর-বাড়ি ভাঙচুর হতো। উনি একজনকে খুঁজে দেখিয়ে দিক যারা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ

করেছে। তাঁর দাবি, ঘটনার দিন রাতে ওখানে যদি বিএসএফ না নামতো। তাহলে ওখানকার হিন্দুদের বাঁচানো কঠিন হয়ে যেত। বহু সংখ্যক সনাতনী এবং পুলিশ মারা যেত। প্রসঙ্গত, এদিনের ব্রিগেড সমাবেশ থেকে মহম্মদ সেলিম বলেছেন, বাংলায় নিয়োগ নেই। গড়ে উঠছে না কলকারখানাও। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'বাম জমানা থেকে মমতা জমানা। বাংলায় একই অবস্থা রয়ে গেছে।' তাঁর পরামর্শ, 'কমরেডরা আগে 'নো ভোট টু বিজেপি' ভুলে গিয়ে একবার বিজেপিকে ক্ষমতায় আনুক। তাহলে কমরেডরা রাজনীতি করার সুবিধা পাবেন। বাংলায় নতুন করে কলকারখানা গড়ে উঠবে। সেখানে কমরেডরাও চাকরি পাবেন।' এদিন ফের তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে নিশানা করলেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতা। তিনি বললেন, 'কুণাল ঘোষ তো শকুনি মামা। উনি ব্যানার্জি পরিবারের সর্বনাশ করছেন। আসলে সাড়ে তিন বছর জেল খাটার উনি বদলা নিতে উল্টোপাল্টা বলছেন।'

ব্রিগেডের সকালে ফেরি বন্ধ, নোটিশে 'রক্ষণাবেক্ষণ', প্রশ্ন অন্য খাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকাল থেকে হঠাৎই বন্ধ হুগলী নদীর ফেরি পরিষেবা। হাওড়া থেকে কলকাতামুখী বহু যাত্রী ফিরে গেলেন ঘাট থেকেই। সরকারি নৌপথ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ফেরিঘাটে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে, 'রক্ষণাবেক্ষণের কারণে আজ পরিষেবা বন্ধ থাকবে।' কিন্তু ঠিক কী ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, কেন এই দিনেই তা করা হয়েছে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও স্পষ্ট বিবৃতি মেলেনি।

ঠিক এদিনই ছিল চারটি বাম সংগঠনের ডাকা ব্রিগেড সমাবেশ। সকাল থেকেই শহরের নানা প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকরা রওনা দেন মিছিল করে। হাওড়া থেকে ফেরিতে চড়ে কলকাতায় পৌঁছনো তাদের অনেকেরই অন্যতম ভরসা। ফলে পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে, এটা নিছকই কারিগরি কাজ, না কি অন্য কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত? ফেরি বন্ধ থাকায় প্রবল ভোগান্তির মুখে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। কেউ ব্রিজ ঘুরে বাস ধরেছেন, কেউ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর বিকল্প রাস্তার খোঁজে। কর্মব্যস্ত রবিবার সকালে এমন পরিস্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই নানা প্রশ্ন তুলেছে। হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে নোটিস দিয়ে জানানো হয়, ভেসেল রক্ষনাবেক্ষনের কাজের জন্য এবং পর্যাপ্ত ভেসেল না থাকার জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্রিগেড সমাবেশে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে প্রভাব ফেলতেই এই পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়ে থাকতে পারে।

এরপরই দফায় দফায় বাম কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করতে দেখা যায় হাওড়া স্টেশনের সামনের রাস্তা। হাওড়া গঙ্গা ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের সঙ্গে রাস্তা অবরোধ করেন বাম কর্মীরা। তাদের দাবি, ফেরি পরিষেবা চালু করতে হবে। তাদের পূর্ব ঘোষিত ব্রিগেড সমাবেশ জানার পরেও কেন ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখা হলো। তবে এই বিজ্ঞপ্তিতে মানতে নারাজ বাম কর্মীরা বলেন ব্রিগেড সমাবেশে কর্মীরা যাতে যেতে না পারে তাই বেছে বেছে আজকের দিনে বন্ধ রেখেছে বলে অভিযোগ করেন। হাওড়া স্টেশনের বিপরীতে ফেরি পরিষেবা, সামনের রাস্তা অবরোধের জেরে যানজট তৈরি হয়। শেষে পুলিশ বাম নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পর অবরোধ উঠে যায়। সব মিলিয়ে, সিপিএম-সহ বামেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের দিনেই জলপথে 'অচলাবস্থা' ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ। আপাতত রাজ্য রাজনীতিতে জোর আলোচনার কেন্দ্রে হুগলী নদীর ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকার ঘটনাই।

প্রথমবার বুদ্ধহীন ব্রিগেড, বুদ্ধচর্চা মীরার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবারের মতো এবারও বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ হচ্ছে। তবে কিছুটা আলাদা। তাঁকে ছাড়া প্রথম ব্রিগেড। নিঝুম হয়ে রয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাম অ্যাভিনিউর বাড়ি। বাম-কর্মী সমর্থকরা মিস করলেন বুদ্ধবাবুকে। গত বছরের অগাস্টে তাঁর প্রয়াণের পর এইবার তিনি ছাড়াই ব্রিগেড হচ্ছে বামেদের।

২০১৯ সালে শেষবার ব্রিগেডের ময়দানে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর অসুস্থতার কারণে যেতে পারতেন না। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য মুখিয়ে থাকেন দলের লোকজন। সেই কারণে, আগেই বাম নেতারা গিয়ে বুদ্ধবাবুর অডিও বার্তা নিয়ে আসতেন। সেই বার্তাই চালানো হত ময়দানে। সকাল থেকেই নজর রাখতেন ব্রিগেডে কী হচ্ছে সেইদিকে। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর রাখতেন। এবার আর তিনি নেই। পড়ে আছে শুধুই স্মৃতি। বুদ্ধজায়া মীরা ভট্টাচার্য বললেন, 'একবছর হতে চলল বুদ্ধবাবু নেই। কিন্তু এখনও মানুষ ওঁকে মনে রেখেছেন।' এদিন কিছু পুরনো কথা বলেন মীরা, 'আগে যেদিন ব্রিগেডের সময় নির্ধারিত হত, তার আগে শুধু সকালের খাবার খেতেন। দুপুরের খাবার বাড়িতে খেতেন না। পৌঁছে যেতেন আগে ভাগেই। শারীরিক অসুস্থতা যে পর্যায়েই হোক ব্রিগেড কখনও মিস করতেন না বুদ্ধবাবু। উনিশের পর আর কোনও ব্রিগেডে সশরীরে হাজির থাকতে পারেননি তিনি।

কিন্তু ব্রিগেডের দিনগুলিতে অস্থির হয়ে পড়তেন। নজর রাখতেন টিভির পর্দায়। এক মুহূর্তও মিস করা যাবে না। কত কর্মী এলেন, কেমন ভিড় হল, নেতারা কী বললেন সবটাই নাকি খবর নিতেন।'

একই সঙ্গে এও বলেন, 'যখন বামপন্থী সরকার ছিল তখন এভাবে ধর্মের বিভাজান আসেনি। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কখনই হয়নি।' তবে বুদ্ধবাবু জীবিত অবস্থায় কোনও ব্রিগেড মিস না করলেও এবারের ব্রিগেড 'মিস' করেছে বুদ্ধবাবুকে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কর্মীদের অনেকের মুখে শোনা গিয়েছে বুদ্ধ-নাম। কেউ কেউ সঙ্গে এনেছেন বুদ্ধবাবুর ছবি। পুরনো কর্মীদের কাউকে কাউকে ব্রিগেডে বুদ্ধবাবুর জ্বালাময়ী ভাষণের স্মৃতিচারণ করতেও দেখা গিয়েছে। আসলে, আজও অনেক বামপন্থী বিশ্বাস করেন, সাদা চুলের ওই ভদ্রলোক যদি ময়দানে থাকতেন, হয়তো ভোটের হিসেবে শূন্য হয়ে যাওয়া বামেরা আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারত। আসলে বুদ্ধবাবু রাজনীতির সক্রিয় আঙিনা থেকে যত দূরে সরে গিয়েছেন, ততই বঙ্গ রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়েছে বামেরা। বামপন্থীদের আক্ষেপ, বুদ্ধবাবুর পর্যায়ের নেতা আর বামপন্থীদের হাতে নেই। এবারের ব্রিগেডের আয়োজক দলের শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর সংগঠন। সমাবেশের বক্তা তালিকায় ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ছাড়াও অনাদি সাহু, নিরাপদ সর্দার, বন্যা টুডু, অমল হালদার ও সুখরঞ্জন দে প্রমুখ পার্টির শ্রমিক, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতারা। এঁদের মধ্যে কে-ই বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলবেন, 'এ লড়াই লড়তে হবে, এ লড়াই জিততে হবে।' উত্তর খুঁজে চলেছে ব্রিগেড।

সম্পাদকীয়

ভোটার কার্ডের ভুল শোধরাতে সফটওয়্যারকে আরও শক্তিশালী করতে হবে

ভোটার কার্ডের একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের বিষয়টি অনভিপ্রেত হলেও, নতুন কিছু নয়। এমনকি একই এপিক নম্বর একই ব্যক্তি, কিন্তু দুই জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে; দেখা যায়। কী ভাবে হয় জানা নেই। নির্বাচন কমিশনের সফটওয়্যারে বিভিন্ন ছাঁকনিতে সেগুলো ধরা পড়ে, আবার পড়েও না। অনেক ক্ষেত্রে সংশোধন হয়, আবার হয়ও না। আবারও নতুন ভুল হয়। নির্বাচন কমিশনের সফটওয়্যার নিখুঁত ও শক্তিশালী করা এবং ঠিক ভাবে ব্যবহার করা উচিত। অফলাইন ও অনলাইনে আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া নথির 'মূল' কপিটি যাচাই করাও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় জেরক্সের দোকানে নথিকে কাটাছেঁড়া করে প্রিন্ট বা জেরক্স করে আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েও ভোটার তালিকায় গরমিল করা হয়। নতুন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জন্মতারিখ বা বয়সের প্রমাণপত্র, নাগরিক প্রমাণপত্র, বসবাসের প্রমাণপত্র যাচাই করা উচিত। স্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনলাইনে শুধুই ঠিকানার উল্লেখ না করে তার সঙ্গে যে বুথে স্থানান্তরিত হচ্ছেন সেই বুথ নম্বরের ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এপিক নম্বর উল্লেখের জায়গা থাকা উচিত। না হলে অনলাইনে স্থানান্তরের আবেদনের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। যেমন, মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভার ত্রিমোহিনী গ্রামের বুথের একটি এপিকের পিছনে ঝাউবোনা গ্রামের একটি বুথের ঠিকানা ছাপা হয়েছে। সফটওয়্যার শক্তিশালী হলে এ রকম ভুল হওয়ারই কথা নয়। হয় আবেদন বাতিল হয়ে যাবে, নয়তো আপডেট করা তথ্য ঠিকঠাক দেখাবে। তৃণমূল নেতৃত্ব জেলায় জেলায় বুথে বুথে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কর্মসূচি চালাচ্ছেন। মুর্শিদাবাদের নওদা, হরিহরপাড়া, ডোমকল সর্বত্রই বাড়ি বাড়ি গিয়ে চলছে ভোটার তালিকা যাচাই। সেখান থেকে উঠে আসছে, মৃতদের নামও ভোটার তালিকায় রয়ে গিয়েছে। সর্বশেষ ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ছিল ৬ জানুয়ারি ২০২৫। এ দিকে ১২ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত চলেছিল বুথে বুথে আবেদন জমা নেওয়ার কাজ। অর্থাৎ, বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন ২০২৫-এর কাজ চলেছিল এক মাস যাবৎ। সেই সময় যে সমস্ত আবেদন (অর্থাৎ সংযোজনের জন্য ফর্ম, বিয়োজনের জন্য ফর্ম, সংশোধন ও স্থানান্তরের জন্য আলাদা ফর্ম) জমা হয়েছে সেগুলো সর্বশেষ ভোটার তালিকায় স্থান পায়নি বা দেওয়া হয়নি। অন্তত নওদা তথা মুর্শিদাবাদে এমনটাই দেখা যাচ্ছে। ফলে আবেদনের পরেও মৃতের নাম রয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকায়। আর মৃতের নাম বাদ না যাওয়ায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাজার গরম হচ্ছে।

বাঙালির মারাঠা আর মুঘল রাজাদের নিয়ে আলোচনায় 'প্রতাপ' কোথায়?

রজত সাহা

কয়েক মাস আগে মারাঠা বীর শাম্ভাজী কে নিয়ে যে সিনেমা মুক্তি পেল, তা নিয়ে আলচনার ঝড় বয়েছে সারা দেশ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম হয়নি । একদল জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মন্তব্য তুলে মারাঠা রাজের গুণগান গেয়েছে, তো আর এক দল কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের মতবাদকে প্রাধ্যান্য দিয়ে মারাঠা রাজের নেতিবাচক আলোচনার সাথে, সুযোগ বুঝে ঔরঙ্গজেবের উদারতার প্রচারও সেরে নিয়েছে। উঠে এসেছে বর্গী আক্রমনের নতুন নতুন ইতিহাস, যার আবির্ভাব সম্ভবত 'ফেসবুক বিশ্ববিদ্যালয়েই'। বাঙালি তুমুল তর্কে মেতেছে একজন 'মারাঠা' বীর আর একজন 'দিল্লির সম্রাটের' শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে। অথচ বাঙালির উচিত ছিল চিন্তা করার, কেন বাঙালির নিজের কোন মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক 'আইকন' নেই, যাকে নিয়ে গোটা একটা জাতি অভিমান করতে পারে। মারাঠা ছেলে বুড়ো সকলের জন্য শিবাজী, বাজিরাও, সাম্ভাজী শুধু মহান ব্যক্তিত্বই না, তাদের আবেগ আর অভিমান। পুরো জাতিটা ওই এক নামের নিচে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। শুধু মারাঠা কেন, রাজরাজ চোলা বা রাজেন্দ্র চোলা নিয়ে দক্ষিণ ভারতের মানুষদের গর্ব কম নাকি? পাঞ্জাবের ইতিহাস থেকে আজও কোন সাহসী বীরের নাম নিতে হলে, এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় ক্ষুগুরু গোবিন্দ সিংক্ষু মহাশয়ের নাম। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস কি এতই নগন্য আর বশ্যতা পরায়ন যে, তাকে অন্য জাতির আইকনকে নিয়েই লাফালাফি করতে হয়? নাকি শুধুমাত্র রাজনৈতিক তর্কের দাবি ভারী করতে মুঘলদের মহান বলা হয়? এই বাঙালির না হয় পাল যুগে, দ্বিতীয় মহিপালের সময়কালে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা মনে নেই। অনেক পুরোনো ইতিহাস বলে হয়তো রাজা 'দিব্যক' ও তার ভাইপো 'ভিম', কী মহাপরাক্রমের সাথে এই দলিত বিদ্রোহ বাংলার বুকে ঘটিয়েছিল, সে কথা মনে রাখে নি। কিন্তু মাত্র কয়েক শতক আগে বাংলার বুকে দাপিয়ে বেড়ানো 'রাজা প্রতাপাদিত্যকে' নিয়ে আমরা আজ কজন গর্ব করি? কজন তাকে আজ বাংলার বীর শাসক হিসেবে মনে রেখেছি? অথচ শিবাজির মত সেও নিজের মাটি, ভাষা, দেশের মানুষকে মুঘল শাসন-নিপিড়নের বাইরে এনে স্বাধীন ভাবে বাঁচার আশা জুগিয়েছিল।

আকবরের শাসনকালে বারো ভুঁইয়ার একজন ছিলেন যশোহরের শাসক 'প্রতাপাদিত্য'। তৎকালীন বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী রাজা। 'সত্যচরণ শাস্ত্রীর' লেখা প্রতাপাদিত্যের জীবনীগ্রন্থতে তিনি উল্লেখ করেন, প্রতাপ সিংহাসনে বসার আগে মুঘল রাজধানী গিয়ে সামনে থেকে সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থা, সেনাবাহিনীর শক্তি, প্রজাদের উপর মুঘল সেনার অত্যাচার, ধর্মীয় বাঁধা সব নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেন। একই বইয়ে লেখক জানান, প্রতাপ উড়িষ্যার হিন্দু রাজা ও রাজপুত রাজাদের বীরত্ব ও ত্যাগে প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন, বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের বাইরে এনে 'স্বতন্ত্র রাজ্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন। সিংহাসনে বসে যদিও তার কাকা বসন্ত রায়ের সাথে তার মনোমালিন্য হয় এবং বসন্ত রায় প্রতাপের হাতে নিহত হন। এর পর প্রতাপাদিত্য তার বন্ধু শংকর, কেদার রায়, মধু রায় কে নিয়ে বাংলাকে শক্তিশালী করতে থাকেন। শুধু স্থলসেনা না, এক বিশাল নৌবাহিনীও তৈরি করে প্রতাপাদিত্য। পর্তুগিজ দস্যুদের নিজের নৌবাহিনী দ্বারা পরাজিত করে তাদের সাথে মিত্রিতা স্থাপন করেন। এর মধ্যে 'রুডা' ও 'ডোমিনিং কার্ভালো' নামের পর্তুগিজ সেনানায়ক তার সাথে মিলে অনেক যুদ্ধ করে পরবর্তিতে। বাংলাকে মুঘল মুক্ত করার পথে মহারাজা প্রতাপের প্রথম বাঁধা ছিল হিজলির ভুইয়া, 'ইশা খাঁ'। তাকে পরাস্ত করে প্রতাপ পুরো দমে তার মিত্রদের সাথে মুঘল সাম্রাজ্যে আঘাত আনতে শুরু করে। 'Ralph Fitch' তার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেন যে, শ্রীপুরের অধীশ্বর 'চাদ রায়' ও অন্য বাংলার রাজারা একত্রিত হয়ে আকবরের বিপক্ষে অস্ত্র তুলেছিল।

ইশা খাঁর মৃত্যুর পর সেই খবর বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসু, দিল্লি পৌঁছে সম্রাটের সামনে রাখে এবং কিভাবে প্রতাপ বাহিনী সম্রাটের বিপক্ষে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে সেই সংবাদ দেয়। সম্রাট 'ইব্রাহিম খাঁর' অধীনে একটি সেনা প্রতাপকে আটকানোর জন্য পাঠায়। কলকাতার দক্ষিণে রায়গরে (বর্তমানে জায়গাটি বেহালার বরিষা মনে করেছেন সত্যচরণ শাস্ত্রী) প্রথম প্রতাপের সেনার সাথে ইব্রাহিমের সেনার সংঘর্ষ হয়। পরে আরো এগোলে ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত হয়। Proceeding of Asiatic Society of Bengal (1868) -এ এই বিষয়ে লেখা আছে "The first General sent was Abram Khan– whose army was nearly annihilated near fort Mutlar (Now port Canning.) 25 other generals are stated to have been defeated in succession.

এরপর মুঘল সম্রাট আকবর, মহারাজা প্রতাপকে পরাস্ত করতে আজিম খাঁ নামক সেনাপতিকে পাঠায়। প্রতাপের যুদ্ধনীতি আর প্রখর বুদ্ধি এখানেও মুঘলদের চমকে দেয়। আজিম খাঁর সেনা পাটনা পৌঁছালে প্রতাপের নির্দেশে তার কর্মচারীগণ মুঘল সেনার সাথে মিশে যায়। মুঘল সেনাপতি ভাবলেন তিনি হয়ত প্রতাপের বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে পেলেন। মধ্যরাত্রে প্রতাপ এই সৈনদলকে আক্রমণ করে। শিবিরের বাইরে ও অভ্যন্তরে এই আক্রমনে প্রচুর মুঘল সৈন মারা যায়। যুদ্ধের পর প্রতাপ তাদের দেহ সৎকারেরও ব্যবস্থা করেন, এমনটাই সত্যচরন বাবু লেখেন। 'প্রাচীন ঘটককারিকাতে' এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। দুইবার মুঘল সেনা কে পরাস্ত করা এই বাঙালি বীরকে হারাতে ২২ জন আমীর আবারো যশোহর অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু বর্ষাকালে নদী বেষ্টিত বাংলায় যুদ্ধ সোজা কথা না। বসিরহাটের ইচ্ছামতী নদীর তটে ভীষণ যুদ্ধে আমীরগন পরাজিত হয়। তবে মধ্যযুগে প্রদেশীয় রাজাদের জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল 'কাছের লোকের বিশ্বাসঘাতকতা' । বরাবর পরাস্ত হয়ে ক্ষুমান সিংহেরক্ষু নেতৃত্বে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে বিশাল মুঘল সেনা যশোহরের দিকে এগিয়ে যায়। ভবানন্দ মজুমদার, কচু রায়, চাঁচড়ার জমিদার ভবেশ্বরের ছোট ভাই, সকলে মিলে মান সিংহের সাথে যোগ দেয় এবং প্রতাপের সামরিক শক্তির খবর জানাতে থাকে। এই যুদ্ধে মহারাজা প্রতাপের নেতৃত্বে কেদার রায়, মধু রায়, পর্তুগিজ নেতা 'ডোমিঙ্গ কার্ভালো' সকলে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু একদিকে বার বার বিশ্বাসঘাতকতা, অন্য দিকে রাজধানী যশোহর মুঘল সেনা দ্বারা অবরুদ্ধ হলে ধীরে ধীরে প্রতাপের সেনাপতিরা যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন ও কিছুজন বন্দি হন। 'ইসলাম খাঁ' নামক এক মুঘল সেনাপতি প্রতাপকে বন্দি করে। কিন্তু এর পর প্রতাপের কি পরিনতি হয়েছিল সেটা জানার উপায় নেই। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পতনে, বাংলা থেকে বারো ভুঁইয়াদের বিলুপ্তি ঘটে। প্রতাপের শেষ যুদ্ধকে Battel of Salka বলে ইতিহাসে অনেকে। অতুল চন্দ্র রায়ের 'হিস্টোরি অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

গোটা বাংলা কে স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এক নেতা ছিলেন প্রতাপাদিত্য। শিবাজীর জন্মের অনেক আগে, তিনিও ছিলেন মুঘলদের বিরুদ্ধে 'স্বরাজ' যুদ্ধে নামা এক বাঙালি বীর। কিন্তু যেখানে মারাঠি স্কুলে শিবাজীর গুণগান হয়, সেখানে বাংলার স্কুল বইয়ে প্রতাপাদিত্যকে খুঁজে বের করতে হয় আতস কাঁচ দিয়ে। বাঙালির অভিমান করার মত একটা ব্যক্তিত্বর জীবন কাহিনী, বাঙালিকে শোনানো হল না, শুধুমাত্র কি রাজনৈতিক কারণে? মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে এক বাঙালি লড়েছে, সেই ইতিহাস টেক্সট বইয়ে থাকলে কি বাংলার ধর্ম নিরপেক্ষতা টলে যেত? এই ইতিহাসকে চাপা দেওয়ার পিছনে কী আছে ধর্মীয় তোষামোদের রাজনীতিও? ইসলামী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কি প্রতাপের বীরত্বকে ধর্মীয় মেরুকরনে ঢাকা হল? অথচ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সেনা প্রধান ছিলন মুসলমান তকমল খোজাদ। নিজে শক্তির উপাসক হয়েও তিনি মুসলমান প্রজাগনদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন। মৌতালির নিকট পরবেজপুরে এখনও প্রতাপের মসজিদের কারুকার্যের অংশ দেখা যায়। পর্তুগীজ পাদরিদের কথা ভেবে তিনি গির্জাও স্থাপন করেন। এমনকি পর্তুগিজ চিকিৎসকদের তিনি যশোহর শহরে আমন্ত্রন জানান, যাতে প্রজারা তাদের সুবিধা পেতে পারে। বাঙালির ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস হিসেবে মুখে মুখে সিরাজ, জগৎ শেঠ, আলিবর্দির নাম ঘোরে। অথচ সেই বাঙালির কয়েক দশক আগের প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়কে না জানার বা জানানোর ব্যর্থতা আসলে জাতি হিসেবে আমাদেরই। পরবর্তীতে নবাব প্রিয় ঐতিহাসিকদের প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে নেতিবাচক ইতিহাস লেখার একটা ঢল তো ছিলই।

তবেই না আমরা এখনো মারাঠা আর দিল্লির সুলতানদের নিয়েই যাবতীয় আলচনায় নেমে পরি। হয়ত সাধারন বাঙালি কী ইতিহাস পড়বে আর জানবে, সে নিয়ে রাজনৈতিক যে ফসল দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলায় বোনা হয়েছে, তার ফসল হিসেবেই বাঙালি নিজের জাতিকে আড্ডাবাজ আর কুড়ে হিসেবে চিনেছে, 'প্রতাপ'শালী জাতি হিসেবে চিনে উঠতে পারে নি। সর্বশেষে সত্যচরন শাস্ত্রির ত মহারাজ প্রতাপাদিত্যদ (লোক সংস্করণ) বইয়ের প্রস্তাবনা থেকে অধ্যাপক প্রনব সরকারের কথায় বলতে হয়, 'কেবলমাত্র বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক বা বারো ভুইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে ইশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখের মধ্য দিয়েই বঙ্গীয় বিদ্যার্থীকুলের ইতিহাস জ্ঞানের রূপরেখা সমাপ্ত হয়। আসলে এর মূলে বোধ হয় বাঙালীদিগের নিজেদের ইতিহাস রচনায় উদাসীনতা ও সাহেব-সুবো বিদেশীগনের ইতিহাস পাঠান্তে এক ধরনের আত্মতৃপ্তির ঢেকুর কর্মযজ্ঞ। উপনিবেশিক শিক্ষার ফলাফল। আমরা আর কবে সাবালক হব?

গণতন্ত্রে হিংসা কখনওই প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না

স্বপনকুমার মণ্ডল

ওপার বাংলার মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে জর্জরিত সংখ্যালঘুদের অভিশপ্ত জনজীবনের দুর্বিষহ নৃশংসতার কথা বিগত বছরের ৫ আগস্ট থেকে গণমাধ্যমে ছড়াতে শুরু করে। এপার বাংলার বাঙালির মধ্যেও তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অন্ত ছিল না। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে তা নিয়ে টানা উত্তেজনা এখনও প্রবহমান । সেখানে বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির অস্তিত্ব যেভাবে মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে বিপন্ন হতে শুরু করে,তাতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। সেদিক থেকে সে দেশের সংলগ্ন প্রতিবেশী দেশ ভারত ও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরুদ্ধে শত্রুমনোভাবই মৌলবাদীদের দেশপ্রেমের জিগিরের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে এপার-ওপার দুই বাংলার বাঙালির মধ্যে যে ধর্মনিরপেক্ষ একাত্মতার পরিবেশ ছিল, তা অচিরেই ধর্মীয় মেরুকরণের শিকারে পরিণত হয়। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবর্তে এ দেশেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় প্রকট হয়ে উঠবে,তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। সম্প্রতি সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে যেভাবে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপরে বর্বরোচিত হামলা ও আক্রমণ নেমে আসে,তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদী আন্দোলন কখনওই অগণতান্ত্রিক ভাবে হিংস্র পথে হতে পারে না,তা আইনবিরুদ্ধ। সেখানে প্রতিবাদের নামে যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে হিন্দুদের উপরে নৃশংস অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে,তাতে তার হিংস্ররূপই শুধু বেরিয়ে পড়েনি, প্রতিবাদও প্রতিশোধের মতো পরিণতি লাভ করেছে। সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে নিরীহ হিন্দুদের হত্যা থেকে ধনসম্পত্তি লুট করে ভিটেছাড়া করার নির্মম অমানবিকতা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পক্ষে অবিশ্বাস্য মনে হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে চলা সরকারি সম্পত্তি পোড়ানো থেকে অরাজক পরিচিতি মধ্যে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ থেকে লুঠপাট ও আক্রমণের মধ্যে ১২ এপ্রিল এক পরিবারের বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা সামনে চলে আসে। অন্যদিকে প্রাণ হাতে করে ভিটেছাড়া হয়ে শয়ে শয়ে মানুষ পাশের জেলা মালদা থেকে ভিন্ন রাজ্য ঝাড়খণ্ডে চলে যাওয়ার খবর গণমাধ্যম থেকে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের স্বদেশে পরবাসীদের ছিন্নমূল শরণার্থী জীবনের ছবি যেভাবে চোখের সামনে একটি স্বাধীন দেশেই আকস্মিক ভাবে জেগে উঠল,তা শুধু দুশ্চিন্তারই নয়, জীবনসংশয়ী প্রাণঘাতী আতঙ্কের । অথচ এখনও ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানো যায়নি,এখনও জুলেনি বিশ্বাসের বাতিঘর।

আসলে ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি বা রাজনীতিতে ধর্মের সংযোগে আবর্তিত চেতনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা যতই আমন্ত্রিত হোক,তাতে মনের আন্তরিকতার যোগ মেলানোর অভাববোধ থেকে গেছে অগোচরে । সেখানে হিন্দুমুসলমান মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের অভাবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বারেবারেই উঠে আসে। অভাবের ধর্মেই স্বভাবের পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের সম্পর্ক অপ্রয়োজনে বাতিল হয়েই যায় না, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শত্রুতায় পরিণত করে। সেক্ষেত্রে এক পক্ষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকেই যদি অন্য পক্ষের কাছে দুর্বলতা মনে হয়,তবে তা আপনাতেই বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। অন্যদিকে এক পক্ষের পক্ষে সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভবও নয়। উভয়পক্ষকেই এগিয়ে আসা জরুরি। শুধু তাই নয়,তাতে সদিচ্ছার অভাব থাকলে বা ভয় দেখিয়ে অথবা নিজের মহত্ত্ব জাহির করে তা কখনওই সহজসাধ্য হতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ করে ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে স্বার্থপূরণের সদিচ্ছায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা অকেজো হয়ে পড়ে, উল্টে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মৌলবাদী শক্তির ধর্মান্ধ ধ্বংসকামী নগ্ন মূর্তি জেগে ওঠে, অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি নিধনযজ্ঞ জারি হয়। সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ট্র্যাজিক পরিণতিতে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার রক্তক্ষরণ যে দেশভাগেও বন্ধ হয়নি,এখনও তার রেশ থেকে গেছে, তার পরিচয় এক দেশ থেকে খণ্ডিত হয়ে ক্রমে গড়ে ওঠা তিন দেশের মধ্যেই প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছবি আপাতভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়,তা অনিবার্য পরিণতিরই ফসল। আবার তা শুধু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির ফসল ভাবলেও ভুল হবে। বিনা প্ররোচনায় যেভাবে নিরীহ হিন্দুদের উপরে সর্বস্বান্ত করার আয়োজন চলেছে,তা শুধু সাম্প্রদায়িক দেশভাগের স্মৃতিকেই জাগিয়ে তোলে । এতদিন যা ইতিহাসের পাতায় লেখা ছিল, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের মধ্যেও তার জীবন্ত প্রকৃতি জেগে উঠেছিল, মুর্শিদাবাদের প্রাণ হাতে করে ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচা ঘরছাড়া মানুষের মধ্যে তা আবার প্রত্যক্ষগোচর হল। সেখানে দেশভাগের শিকার হয়ে ওপার থেকে আসা এপারের হিন্দু বাঙালির মধ্যে পুরনো স্মৃতি আবার জেগে উঠেছে । অথচ তার মধ্যেই ধর্ম ও রাজনীতির মেলবন্ধনে মানুষের স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার অধিকারই তাতে আজ বিপন্ন নয়, দিশেহারা মানুষের চোখেমুখে তার অশনি সংকেত! এ রকম সাম্প্রদায়িক বাংলা কেউ ভাবেনি, স্বপ্নেও দেখতে, দেখতেও চায় না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকলেও সম্প্রতির চেতনাই বাংলার গৌরব, বাঙালির সৌরভ। সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে পুঁজি করে রাজনীতিতে ভোটব্যাঙ্ক সুনিশ্চিত করতে গিয়ে আদতে মানুষের স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকেই অনিশ্চিত হয়ে চলেছে । শুধু তাই নয়, সেখানে ধর্মের মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করতে গিয়ে মানুষের ধর্মকেই প্রতিনিয়ত হত্যা করে অবিরত।

আসলে মানুষের ধর্ম নিজে বাঁচা ও অন্যকেও বাঁচানো। সেখানে এক ধর্মের মানুষকে বাঁচানোর লক্ষ্যে অন্য ধর্মের মানুষের অধিকারকে অস্বীকার করলে তাতে ধর্মীয় ছায়ায় মানবতার মৃত্যু ঘটে। ধর্মীয় নেতা থেকে রাজনীতির কারবারিদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুঁজিকে হাতিয়ার ভাবলেও তার মূল্যায়নে ফাঁকি থেকে যায়। সেক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাও সমান জরুরি । সরকারের ধর্মনিরপক্ষেতার পরিবর্তে কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টিই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে মেরুকরণের সুযোগ করে দেয়। সরকারের তোষণ ও পোষণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় অন্তরায় সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, সরকারি পক্ষপাতের ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুঁজি মৌলবাদীদের হাতে যাওয়ায় তা অচিরেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা তখন ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। অথচ সরকারের সুদৃঢ় ধর্মনিরপক্ষেতায় মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিতে পারে না,বিরোধীরাও নির্যাতিত ধর্মীয় মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সেক্ষেত্রে সরকার বা শাসকদলের দায় অনেক বেশি। সেখানেই শেষ নয়। শিক্ষিত সমাজের সুবিধাবাদী মানুষের দায়ও তাতে যুক্ত। ধর্মনিরপক্ষেতার মহৎ আদর্শের ছদ্মবেশে সুবিধাবাদী মানুষের স্বার্থপরতাও এক্ষেত্রে প্রতিবাদহীন নীরবতায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে অক্সিজেন জুগিয়ে চলে। একের নীরবতার সম্মতিই অন্যের উৎসাহের কারণ হয়ে ওঠে। তাতে শুধু 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম'-এর অস্তিত্ব সংগোপনে রেখে মৌলবাদীদের দুঃসাহসী করে তোলে। তার চরম পরিণতি, 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়!' সেক্ষেত্রে প্রতিবাদহীন সমাজেই স্বৈরাচারী শাসকের যেমন দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়,তেমনই মৌলবাদী শক্তিও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে । গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে জনগণের স্বার্থ দেখা সবচেয়ে বড় কথা,সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভাজন গণতন্ত্রকেই বিপন্ন করে তোলে। ওয়াকফের সংশোধনী ভোটের বিপক্ষেও অধিকাংশ ভোটই দিয়েছেন হিন্দু সাংসদরাই। সেক্ষেত্রে হিন্দু মানেই বিজেপি নয়,আবার সকল হিন্দুই মানুষ । বিজেপি সরকারের সংশোধিত ওয়াকফ বিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনেই আইনে পরিণত হয়েছে । সেই আইন বাতিল বা সংশোধন করা জরুরি হয়ে উঠলে গণতান্ত্রিক পথেই তা শ্রেয়। এছাড়া মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এজন্য সবার অবারিত দ্বার। সেখানেই শেষে সংশোধিত ওয়াকফের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিবাদী আন্দোলনও পৌঁছে যায় । সেক্ষেত্রে শক্তি জাহির করার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে হাতিয়ার করে সনাতনী হিন্দুদের উপরে বিনা প্ররোচনায় হিংসাত্মক প্রতিবাদী আন্দোলন কোনওভাবেই কাম্য হতে ছিল না। হিংসা তো দুর্বলতারও লক্ষণ। মনোবলে দুর্বল হলেই লোকে দেহবল প্রদর্শন করে। সেক্ষেত্রে যে গণতন্ত্রে মানুষের অধিকার রক্ষা করা সবচেয়ে জরুরি,হিংস্র প্রতিবাদী আন্দোলনে তাই খর্বিত ও অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক ভেদভাব মোচনের লক্ষ্যেই দেশভাগ হয়েছিল। এজন্য দুই বাংলার বাঙালিদের মধ্যে যখন স্বদেশে পরবাসী হওয়ার যন্ত্রণা কুরে কুরে খাওয়ার কথা হয়,তখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সৌরভ আমাদের অহঙ্কার হয়ে ওঠে। আবার যখন সেই বাঙালির মুখেই মৌলবাদী জিগির ওঠে,হিন্দুদের 'মামার বাড়ি' যাওয়ার কথা থেকে কলকাতা দখল করার কথা শোনা যায়, জেলার সত্তরভাগ মুসলমানের ত্রিশভাগ হিন্দুকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার কথা প্রতিবাদে নীরবতা পালন করে,তখন সেই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির অহঙ্কারকে কৃত্রিম অলঙ্কার মনে হয়। মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে হিংস্রতার নগ্ন মূর্তিতেই সেই কৃত্রিম অলঙ্কারটিও আর দেখা যায় না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী মানুষ হয়ত এখনও বিশ্বাসের বাতিঘরটির নিভন্ত আঁধারে বিশ্বাসের শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দবাণ-২৫৩

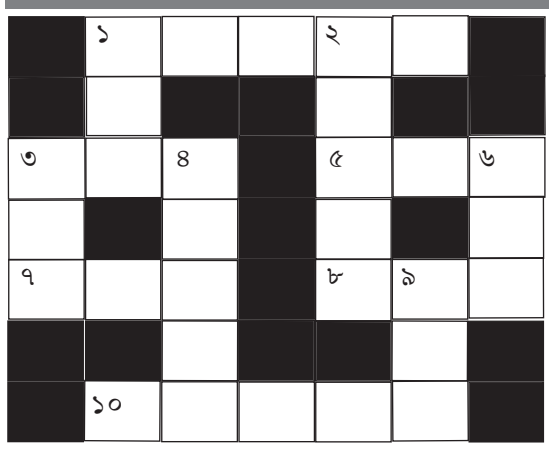

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্প ৩. এলায়িত, শিথিল ৫. ইচ্ছা ৭. গৌরব, মাহাত্ম্য ৮. নির্ভুল ১০. এক রবীন্দ্রগল্প।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অভদ্র ২. কর্মের ফল কামনা না করে কর্মে বিরতি ৩. নিযুক্তি ৪. গা মোছা ৬. হয়রান ৯. সন্ধান, খোঁজ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৫২

পাশাপাশি: ১. কোচুয়ানি ৩. মহেশ ৪. খাতির ৬. লাগাও ৯. বহাল ১০. পারদেশ্য।

উপর-নীচ: ১. কোশল ২. নিশুতি ৩. মগ্নশিলা ৫. রক্তোপল ৭. গাকাঁপা ৮. অবশ্য।

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

১৯৪২ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শিবাজি সতমের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজেন্দ্র সিং রাঠোরের জন্মদিন।*

ডঙ্কা, কাশি, নিশান নিয়ে মতুয়া ভক্তদের প্রতিবাদে অবরুদ্ধ যশোর রোড, হুঁশিয়ারি শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: বনগাঁর মাটিতে অকাজ হলে চিরে রেখে দেব। পুলিশের বিরুদ্ধে কখনও সক্রিয়তা কখনও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে মতুয়া ভক্তদের প্রতিবাদে অবরুদ্ধ যশোর রোড। শিক্ষক আন্দোলনে পুলিশ সক্রিয় ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনে পুলিশ নিষ্ক্রিয়। তাই তোষণকারী পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে গাইঘাটা থানার সামনে গণ-অবস্থানে বিজেপির নেতানেত্রীর সঙ্গে মতুয়ারা। ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে চলছে প্রতিবাদ। অবরুদ্ধ প্রায় যশোর রোড। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিশাল পুলিশ মোতায়েন ছিল গাইঘাটা থানার সামনে। এদিনের এই গণঅবস্থান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রমন্ত্রী তথা মতুয়া ধর্মগুরু শান্তনু ঠাকুর, কথা মতো ধর্মগুরু সুব্রত ঠাকুর, বিজেপি নেত্রী লকেট চ্যাটার্জি সহ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের অনুষ্ঠানে এসে বিজেপি সমর্থকরা বামেদের ব্রিগেড ভরিয়েছে। কুণালের এই মন্তব্য নিয়ে পাল্টা অর্জুন সিং বলেন, কুণাল ঘোষ শকুনি মামা ও ব্যানার্জি পরিবারকে শেষ করার জন্য সাড়ে তিন বছরের জেলখানার বদলা নেওয়ার জন্য এই সমস্ত বলছেন। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হাফিজুল হাসানের হুমকির পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে বললেন, এখন ওনাদের এক মিনিস্টারের কাছ থেকে কত লক্ষ টাকা যেন পাওয়া গিয়েছে আর কিছু বললাম না এই ভাষায় জবাব দিলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তৃণমূল স্পনসরড বামেদের ব্রিগেডের কটাক্ষ করলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় বিজেপির গণঅবস্থানের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, সিপিএম এর কোনও ভোট নেই, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, তৃণমূল স্পনসরড বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ হল, এদিন ওদের নিয়ে কিছু বলতে চাই না। মুর্শিদাবাদে খুনের ঘটনায় এসটিএফ এর গ্রেপ্তার নিয়ে তিনি বলেন, আমরা শাস্তি চাই। এদিন মঞ্চ থেকে পুলিশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, গাইঘাটা থানার ওসি দালালির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। সাবধান হয়ে যান সারা পশ্চিম বাংলায় আমাদের সম্প্রদায়ের যা লোক আসলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। সোজা হাইকোর্টে টেনে নিয়ে যাব বুঝিয়ে দেব আমরা কারা। তিনি বলেন, আপনাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এদের ওপর নজর রাখা। পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বনগাঁর মাটিতে অকাজ হলে চিরে রেখে দেব। অন্যদিকে গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, সকলকে ঘরে ঘরে অস্ত্র রাখাতে বলেছেন।

ডানকুনি হত্যাকাণ্ডে পুলিশ অস্ত্র সমেত দুই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি ডানকুনির বোদের বিলের বাসিন্দা বান্টি শ (৩২) নামে এক ব্যক্তি ভাদুয়ার কর্মস্থল থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি সেখানে একটি গুদামে জেসিবি চালক ছিলেন। দিল্লি রোডে কলকাতাগামী শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি প্রবেশ পথের কাছে কিছু অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত তার বুকে গুলি করে। তাৎক্ষণিকভাবে ডানকুনি থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে শ্রীরামপুরের ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘটনার পরপরই, সিপিসির লেফটেন্যান্ট সিপির নেতৃত্বে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে কাছের একটি দোকান থেকে একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে যে মৃত ব্যক্তির পিছন থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে দু'জন দুষ্কৃতী এসে তাকে থামিয়েছে। কিছুক্ষণ ঝগড়ার পর দুর্বৃত্ত হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায় এবং সে রাস্তায় পড়ে যায়। ক্যামেরার ফুটেজটি এতটাই ঝাপসা ছিল যে, সেই সময় সেখান থেকে আর কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

ডানকুনি থানা, সিপিসির গোয়েন্দা বিভাগ এবং জোনাল সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে মামলাটি শনাক্ত করার জন্য লেফটেন্যান্ট কমিশনার, সিপিসির সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছিল। নিহতের পাড়া এবং কর্মক্ষেত্রে এতটাই সুনাম ছিল যে তার সহকর্মীরা এবং স্থানীয়রা তার সঙ্গে এই ধরনের ঘটনার কারণ সম্পর্কে একটিও সূত্র দিতে পারেনি। কিছু দাম্পত্য বিরোধের কারণে তার স্ত্রী আলাদা থাকছিলেন। স্ত্রী এবং তার শ্বশুরবাড়ির সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যে, এসআইটি টিম রাস্তার পাশের ক্যামেরা থেকে প্রচুর সিসিটিভি ফুটেজ এবং মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বৃত্তদের পশ্চাদপসরণের সম্ভাব্য পথ সংগ্রহ করে এবং সেই ফুটেজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পর, তদন্তকারী অফিসার প্রাথমিকভাবে দু'জন সন্দেহভাজনকে আটক করেন। কিন্তু পরে তাদের নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

ইতিমধ্যে, মৃত ব্যক্তির মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তির ফোনে অনেক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বান্টি একটি অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছিলেন অনিল নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে। অনিল প্রাথমিকভাবে জানতে পারেন যে বান্টি রাস্তায়, সকালের হাঁটার সময় তার স্ত্রীকে বিরক্ত করছেন এবং তিনি প্রথমে বান্টিকে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলেন।

পরে অনিল জানতে পারেন যে তার স্ত্রী এবং বান্টি ফোনে কথা বলছেন এবং ছবি শেয়ার করছেন। রাগের বশে অনিল বান্টিকে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং সে একটি সিঙ্গেল শাটার আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় সে এবং তার সহযোগী মোঃ সিরাজউদ্দিন (৪০ বছর) তার কর্মস্থল থেকে ফেরার সময় দিল্লির রাস্তায় বান্টিকে থামায়, যখন সূর্যাস্ত হয় এবং কিছুক্ষণ ঝগড়ার পর তারা এই খুন করে।

তদন্ত চলাকালীন, অভিযুক্ত অনিল শ এবং মোঃ সিরাজউদ্দিন উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়। মোঃ সিরাজউদ্দিন মুম্বই পালিয়ে যায়, সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে আইও। এই অপরাধে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনিলের কাছ থেকে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। হেলমেটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত অনিলের কাছ থেকে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পর আদালতে হাজির করা হবে।

হরিপাল বন্দিপুরের চিত্রশালীর ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ বাবা, ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: হরিপালের ব্যবসায়ী শুকুর আলির অপহরণ কাণ্ডের পিছনে অন্যতম মাস্টার মাইন্ড ছিল আইনল হক। তাকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছিল ছেলে ইনজামুল। বাইরের চেহারা দেখে নিরীহ ও গোবেচারা লোক বলে মনে হতে পারে। বাবা, ছেলের যুগলবন্দিতেই গোটা অপারেশনটা চালানো হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, পাণ্ডুয়ায় বসে হরিপাল বন্দিপুরের চিত্রশালীর ব্যবসায়ী শুকুরকে অপহরণ করে ৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে আইনল। আগাম পরিচয়ের সুবাদে আইনল এবং ইনজামুল আগে থেকেই জানত, রোজ দুপুরে শুকুর তাঁর ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে যায়।

বুধবার দুপুরে সেই গাড়িতে করে শুকুরকে অপহরণ করে পাণ্ডুয়ার একটি বাড়িতে নিয়ে এসে আটকে রাখে তারা। গরমের সময় দুপুরে রাস্তাঘাট শুনশান থাকে। সেই কারণেই এই সময়টাকে বেছে নেয় তারা। অপারেশন শুরু করার আগে পরিকল্পনা মাফিক তারা একটি চারচাকা গাড়ি ভাড়া করে। সেখানে আইনলের হাত, মুখ বেঁধে মারধর করা হয়। ওই দিন রাত সাড়ে ১০টায় শুকুরের স্ত্রী আস্মাউল হুসনা হরিপাল থানায় তাঁর স্বামীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন চিহ্নিত করে পাণ্ডুয়ার জয়ের বাজার থেকে পুলিশ ৫ জন অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রের খবর, অপহরণ কাণ্ডের মূল পাণ্ডা আইনল আলুর ব্যবসা করে। তার বিরুদ্ধে আলুর বস্তা চুরি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তার ছেলে ইনজামুল ভিন রাজ্যে সোনার অলঙ্কার তৈরির কারখানায় কাজ করে। অপহৃত শুকুর নিজেকে আলুর ব্যবসায়ী বলে দাবি করে। জেরার সময় ধৃতরা দাবি করে, ব্যবসায়িক শত্রুতার কারণেই শুকুরকে তারা অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করেছিল।

কিন্তু তারপরে শুকুরের পরিবার হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ায় পুলিশের সন্দেহ হয়। তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শুকুর এক সময় ভিন রাজ্যে অলঙ্কার শিল্পের কর্মী ছিল। ইনজামুলও একই কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই সুবাদে সম্ভবত সোনা কেনাবেচা অথবা সোনা পাচারের মতো কোনও বেআইনি কারবারে তারা যুক্ত ছিল। বখরার ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদের জেরেই শুকুরকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়। আক্রোশ থেকেই তাঁর হাত, পা বেঁধে মারধরও করা হয়। পুলিশের বক্তব্য, আলুর ব্যবসা নিয়ে কোনও ঝামেলা হলে সেটা অন্যান্য আলু ব্যবসায়ীদের কানে যেত। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয়নি। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'অপহরণের পিছনে আসল রহস্য কী, সেটা জানতেই ধৃতদের টানা জেরা করা হচ্ছে। খুব শিগগির আসল সত্যটা জানা যাবে।'

বাড়িতে ভাড়াটিয়া রাখার আগে থানায় জানানো বাধ্যতামূলক!

বৃদ্ধা খুনের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের আবুজহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটে যায় এক খুনের ঘটনা। নিজের বাড়িতেই নৃশংসভাবে খুন হন এক বৃদ্ধা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে গোটা এলাকায়। তবে পুলিশি তৎপরতায় মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই সাবধানতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল আবুঝহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়েছে এখন থেকে কেউ যদি নিজের বাড়িতে বাইরের কাউকে ভাড়াটিয়া হিসেবে রাখেন, তাহলে তার পূর্ণ পরিচয়-সহ বিস্তারিত তথ্য স্থানীয় থানায় জানানো বাধ্যতামূলক। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকায় মাইকিং করে প্রচার চালানো হয়েছে। প্রচারে বলা হয়েছে, অপরিচিত বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া, কিংবা ভাড়াটিয়া হিসেবে রাখার আগে অবশ্যই থানায় তথ্য জানাতে হবে, না হলে ভবিষ্যতে দায়িত্ব নিতে হবে বাড়ির মালিককে।

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, প্রতিটি অঞ্চলেই তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন নতুন ভাড়াটিয়া বাড়িতে রাখতে হলে প্রশাসনকে অবশ্যই জানাতে হবে এবং তাঁদের ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড থানায় জমা দিতে হবে। সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই যেন কেউ বাড়িতে ভাড়াটিয়া রাখেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রমজান শা জানিয়েছেন, গ্রামে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য প্রতিটি পরিবারকে সতর্ক করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় বাড়ির ভিতরেই খুন হন এক বৃদ্ধা। খুনের কিনারা করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে নীলাদ্রি সরকার নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়া থাকতেন অমিত বাগদী নামের এক ব্যক্তি। কয়েক মাস আগে ওই ব্যক্তি নীলাদ্রি বাবুর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ভাড়া বাড়িতে থাকাকালীন অমিতের বিদ্যুতের বিল ২৪০০ টাকা বকেয়া পড়ে যায়। সেই বকেয়া টাকার জন্য নীলাদ্রি বাবু ও তার স্ত্রী মিরা সরকার অমিতকে বারবার ফোন করে টাকা চায়। তাগাদা থেকে বাঁচতেই পরিকল্পনা করে অমিত ও তার সঙ্গী নীলাদ্রি বাবুর বাড়িতে রাত্রে দুইজনকে খুন করার পরিকল্পনা করেন।

ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে চাষের জমি জলের তলায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: দু'দিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে খড়ি নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার ফলে নদীর আশেপাশের এলাকার চাষের জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। সমস্ত পাকা ধান কার্যত জলের তলায় চলে যাওয়ার কারণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের পলসোনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষিরা। পলসোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের

পলসোনা, শিলা, আউরিয়া, কুয়ারাডাঙা, রোন্ডা, দেরিয়াপুর গ্রামের নদী তীরবর্তী বোরো ধানের জমি, দু'দিন টানা বৃষ্টির জল খড়ি নদীতে এসে পড়ে আর খড়ি নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। ফলে পাকা ধানে মইয়ের মতো অবস্থা। বর্তমানে চাষিদের মাথায় হাত। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বীরবল মণ্ডল জানিয়েছেন,বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই তারা পরিদর্শনে যাবেন, চাষিদের যাতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়। চাষিরা জানিয়েছেন, হাজার-হাজার বিঘা জমিতে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পাকা ধান কোনওভাবেই ঘরে তোলা সম্ভব নয়। সকল চাষিরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন। ক্ষতিগ্রস্ত ফসল মূল্যায়ন এবং সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছেন চাষিরা। এলাকার বহু চাষি ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। এখন সরকার তাদের পাশে না থাকলে কিভাবে তারা ঋণ শোধ করবেন সেই নিয়েই চিন্তায় পড়েছেন।

কুলবাতপুর রামকৃষ্ণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং-৪৬ এইচজি, তাং-২০/ ১০/ ১৯৪৫
গ্রাম ও পোঃ- কুলবাতপুর, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী

অত্র পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা সমিতি অফিস সহ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসগুলিতে ২১/ ০৪/ ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হল। বিশদে জানিতে হইলে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাই।

স্বা/-
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
কুলবাতপুর আর এস কে ইউ এস লিঃ

রহিমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 66 :: তারিখ 31/03/1960
গ্রাম -নবগ্রাম, পোস্ট অফিস -রহিমপুর, থানা -জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলী -৭১২৪০৮

পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২১.০৪.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয় এবং অন্যান্য বিশেষ কার্যালয়	সকাল ১১ টা
২	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রদান	২২.০৪.২০২৫-০৭.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি	০৮.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা হতে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৫.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা

তারিখঃ ০৮/০৪/২০২৫
স্থানঃ রহিমপুর, হুগলী

স্বা/- আভিজিত বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
রহিমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমতি লিঃ

স্থানীয় পুকুরে ডুবে মৃত্যু এক ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: মৃত পড়ুয়ার নাম আয়ুষ কর্মকার। শুক্রবার একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করার পর স্থানীয় একটি পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয় ওই পড়ুয়ার।

পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু এক ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার। ঘটনা হুগলি জেলার সিঙ্গুরে। পরিবারের অভিযোগ, যে ছেলে সাঁতার জানত না, জলে নামতে ভয় পেত, সে ছেলে জলে ডুবে কী করে মারা গেল? সিঙ্গুরের আনন্দনগরের ঘটনায় ব্রতচারী সংঘের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে শনিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের পরিবারের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কিন্তু দুপুর নাগাদ হঠাৎই ব্রতচারী সংঘ থেকে শ্যামল কর্মকারকে ফোনে জানানো হয়, তাঁর ছেলে জলে ডুবে গিয়েছে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি আনন্দনগর ব্রতচারী সংঘ-এ উপস্থিত হয়। ততক্ষণে সংঘের লোকজন আয়ুষকে জল থেকে তুলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা জানান সে মৃত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিঙ্গুরের আনন্দনগর এলাকায় আনন্দনগর ব্রতচারী সংঘের পক্ষ থেকে চারদিন ব্যাপী ৩৫তম আবাসিক ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয় ১৭ এপ্রিল থেকে। ছোট থেকে বড় স্থানীয়রা ছাড়াও একাধিক জেলা থেকে শতাধিক মানুষ প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন। সেই ক্যাম্পে ১৮ এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার গিয়েছিল সিঙ্গুরের নস্করপুর এলাকার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ কর্মকার। সকাল সাতটায় তাকে ছেড়ে দিয়ে আসেন বাবা শ্যামল কর্মকার। রাতে কাজ থেকে ফিরে ছেলেকে আনতে যাওয়ার কথা।

ঘটনার পর শনিবার সিঙ্গুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত আয়ুষের পরিবার। মৃত পড়ুয়ার পিতা শ্যামল কর্মকারের অভিযোগ, 'ব্রতচারী সংঘের লোকজনের গাফিলতির জন্যেই আমার ছেলেটা মারা গেল। ওরা আমার ছেলেকে লক্ষ্যই দিল না। আমার ছেলে সাঁতার জানে না। জলে নামতে ভয় পেত সে কী করে পুকুরে গেল? আমি এই ঘটনার বিচার চাই।'

ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে সিঙ্গুর থানা। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর পড়ুয়ার মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

জলপাইগুড়িতে গাড়ির ধাক্কায় টোটো চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: ফের জলপাইগুড়িতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল টোটো চালকের। জখম হয়েছেন ওই টোটোর দুই আরোহীও। রবিবার জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া গোশালা মোড়ে ৩১ ডি জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নারায়ণ সেন নামে ওই টোটো চালক দু'জন যাত্রী নিয়ে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। গোশালা মোড়ে জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় প্রচণ্ড গতিতে আসা একটি গাড়ি টোটোটিকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন চালক। মারাত্মক জখম অবস্থায় তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের অধীন সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, টোটোতে যাত্রী হিসেবে অসমের কোকড়াঝারের দুই বাসিন্দা ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁরাও জখম হয়েছেন। তাঁদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

SBI এসবিআই, এসএমইসি বালিগঞ্জ শাখা (১৫৭৪৩)
ঠিকানা - ৫০এ, ৫ম তল, গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা - ৭০০০১৯ ই-মেল - sbi.15743@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ
পরিশিষ্ট - ৬

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পত্তির	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	গোপাল হোসিয়ারি, শাখা : এসবিআই বালিগঞ্জ ১) সিসি এ/সি নং : ১০৯৯০৪১৭৬৬৮, ২) জিইসিএল এ/সি নং ৪০২৪৬৭৯৮৬৩৫	ফ্ল্যাট নং ২/৪, ৩য়তল, অমৃত বিহার, ব্লক - সি, মৌজা : কুমড়াখালি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৩	১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ০৫.০৪.২০২৫ এনপিএ তারিখ ২৮.১০.২০২৪	৪৭,৩৭,০২৯.০৮ (সাতচল্লিশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার উনত্রিশ টাকা এবং আট পয়সা) ০৪.০৪.২০২৫ অনুযায়ী। আপনারা পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক এবং চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২১.০৪.২০২৫, স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে সেতু, ঝুঁকি নিয়েই চলছে পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বাঁশের তৈরি সেতু,তাই দড়ি ধরে ঝুঁকি নিয়েই নদী পারাপার করছে মানুষ, এমনই দৃশ্য দেখা গিয়েছে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের দাদপুরে। নাদন ঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের দাদপুর এবং কালনা থানার নান্দাই পঞ্চায়েতের কুটিরডাঙার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে খড়িয়া নদী। নদীর এক পারে রয়েছে নসরতপুর পঞ্চায়েতের দাদপুর। নদীর অপরপ্রান্তে রয়েছে নান্দাই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুটিরডাঙা, দুপসা পারদুপসা, খরিনান সহ ১০টি গ্রাম। এই দশটি গ্রামের মানুষজনের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু যেমন বাজার ঘাট, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্কুল কলেজ, রেলপথে যাতায়াতের জন্য স্টেশন এমনকী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হলেও নদী পারাপার করতেই হয়। এছাড়াও ওপারের বহু মানুষ দুধের ব্যবসা করেন। তাদের দুধ নিয়ে এপারে আসতেই হয়। নদী পারাপারের জন্য একমাত্র সম্বল বাঁশের তৈরি একটি সেতু। যা দিয়ে খুব সহজেই তারা এপারে আসতে পারতেন এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে নিতে পারতেন। নদী পারাপারের জন্য এই বাঁশের তৈরি সেতুটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। কিন্তু দু'দিন আগে গভীর রাতে প্রবল জলস্রোত এবং অত্যাধিক কচুরিপানার চাপে এই বাঁশের তৈরি সেতুটি ভেসে চলে যায়। যেহেতু গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তাই বাঁশের সেতুটিকে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। সেতুটি ভেসে যাওয়ায় নদীর ওপারের প্রায় ১০ টি গ্রামের মানুষজন সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। বর্তমানে নদীর উভয় প্রান্তে দড়ি বেঁধে নৌকো দিয়ে অতিকষ্টে পারাপার হচ্ছেন মানুষজন। দড়ি ধরে ধরে নদী পারাপার রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ, তবুও বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে বলে জানান এলাকার মানুষজন। অপরদিকে ঘাট মালিক জানান, বাঁশের তৈরি সেতুটি ভেসে যাওয়ায় প্রায় দু'লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

SBI রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুশান্ত বিবহার, ই-মেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৮৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট - II-A [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৫.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিচে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত ০৫.০৫.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৭,১৯,৪৫২ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী এ তেজেশ্বর রাও এবং শ্রী নারায়ণ রাও**-এর কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২,০২,৫০০ টাকা** এবং বায়না জমা **২০,২৫০ টাকা**।

(জ্ঞাত দখলদারি, যদি কিছু থাকে, সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সিয়াজ ডেলটা(ডি), রেজিস্ট্রেশন নং WB107525, চেসিস নং MA3FXEB1S00362331, ইঞ্জিন নং D13A-3377436, নির্মাণ বর্ষ : ২০১৮।

* আরটিও-তে ভেহিকেলের মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক অথবা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দায়ী থাকবে না
* বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com দেখুন

তারিখ : ২১.০৪.২০২৫
স্থান : আরএসিপিসি বেহালা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

ভার্চুয়াল মাধ্যমে মালদা ভবন উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে কলকাতায় চালু হল মালদা ভবন। কলকাতার সল্টলেক সেক্টর থ্রিতে এই মালদা ভবন আগেই শুভ উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এরপর রবিবার সম্পূর্ণ পাকাপাকিভাবে মালদা ভবনে থাকার ক্ষেত্রে চালু করে দেওয়া হল। এদিন কলকাতায় এই মালদা ভবনে চালু করার কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের শাসক দলের নির্বাচিত সদস্যরা। এবার থেকে স্বল্পমূল্যে মালদা ভবনে থাকার সুযোগ পাবেন জেলার স্কুল, কলেজ পড়ুয়া থেকে রোগী ও তাদের আত্মীয়রা এবং বিশেষ কাজে যাওয়া সাধারণ মানুষ।

মালদা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে মূলত মালদা ভবনটি গড়ে উঠেছে। ২০১৮ সাল থেকে কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর থ্রিতেই মালদা ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। চলতি বছর ২১ জানুয়ারি ভার্চুয়াল একটি সভার মাধ্যমে মালদা ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এরপর কিছু কাজ বাকি থাকাতে সেটি পাকাপাকিভাবে চালু করা হয়নি। অবশেষে এদিন সেই মালদা ভবনের ফিতা কেটে উদ্বোধন করা হয়। মালদা ভবনটি পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে মালদা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। মূলত চারতলা বিশিষ্ট এই মালদা ভবনটিতে রয়েছে চারটি ভিআইপি রুম, ছয়টি ডাবল এবং ট্রিপিল বেড বিশিষ্ট রুম এবং দুটি ডরমেটারি রুম। এছাড়াও আরও বেশ কিছু রুম রয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে। সম্পূর্ণটাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। যদিও এক্ষেত্রে থাকার জন্য স্বল্প মূল্যে অনলাইনে আবেদন করার পর থাকা যাবে। ১ মে থেকে অনলাইনের মাধ্যমে মালদা ভবনটি বুক করা সম্ভব হবে।

মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় মালদা ভবনটি গড়ে উঠেছে। এটা মালদাবাসীর কাছে দীর্ঘদিনের একটা দাবি এবং স্বপ্ন ছিল বলা যেতে পারে। কলকাতা মিউনিসিপাল অথোরিটিও এই ভবনটি তৈরি করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। এদিন পাকাপাকিভাবে মালদা ভবনটি চালু করে দেওয়া হল। কিছুদিন সাধারণভাবে থাকার ব্যবস্থা হলেও, ১ মে থেকে অনলাইনের মাধ্যমে মালদা ভবনে থাকার জন্য বুকিং করতে হবে। এজন্য সামান্য কিছু টাকা দিতে হবে। মালদা ভবনটি সমস্ত দায়িত্ব রয়েছে মালদা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ।

খানাকুলে তৃণমূলের সংগঠনে ব্যাপক অবক্ষয়, ক্ষোভ প্রকাশ নিচুতলার কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বছর পার হলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। আর এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন জনসংযোগমুখি কর্মসূচি শুরু করেছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে আরামবাগ গোঘাট ও খানাকুলে কর্মসূচি করলেও সেই অর্থে খানাকুল বিধানসভায় তৃণমূল কোনও কর্মসূচি করতে পারছে না। কিন্তু কেন? প্রশ্ন উঠছে। এটা কি শুধুমাত্র তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য না তৃণমূল খানাকুলের দুটি ব্লকেই অযোগ্য ব্লক সভাপতি থাকায় বেহাল পরিস্থিতি তৃণমূলের। বিশেষ করে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে পারছে না বলে অভিযোগ দলের একাংশের। এই ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি রমেন প্রামাণিক এবং খানাকুল এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি দীপেন মাইতি। খানাকুল দুই নম্বর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, ব্লক সভাপতি কেবল সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্তব্য রাখেন আর ঠান্ডা ঘরে বসে খাতা পেন নিয়ে বসে কার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করা যায় সেই বিষয়ে ভাবেন। মাঝে মাঝে বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু মাঠে ময়দানে নেমে বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। এমনকী সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের পাশে নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে দলীয় কর্মসূচিতে তৃণমূল ব্লক সভাপতি রমেন প্রামাণিকের দেখা নেই বলে অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের একাংশের। আর এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি। খানাকুল বিধানসভা বর্তমানে বিজেপির দখলে। বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বিধানসভা জুড়ে কর্মসূচি করছেন। এমনকী খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতগুলি দখলে থাকায় বিজেপি উন্নয়নমূলক কাজও করছে। অথচ তৃণমূল রাজ্যে শাসক দল হয়েও নীরব। সব দিক থেকে খানাকুলে তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে। অপরদিকে আরামবাগ, গোঘাট ও পুরশুড়ায় তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচি চলছে পুরোদমে। এই জন্য খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, অযোগ্য ব্লক সভাপতির জন্যই দলের বেহাল পরিস্থিতি। যার কোনও সংগঠন নেই। এমনকী সংগঠন করার দক্ষতা নেই তাকেই ব্লক সভাপতির চেয়ার দেওয়া হয়ে হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই খানাকুল দুই নম্বর ব্লকে তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে। এই বিষয়ে বিজেপি কটাক্ষ করে বলছে, তৃণমূলের সবাই চোর। যত অযোগ্য আর চোরেদের দলের দায়িত্ব দেবে ততই বিজেপির লাভ। অপরদিকে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রমেন প্রামাণিক বলেন, খানাকুলে সব ধরনের কর্মসূচি হচ্ছে। কিছু লোক আছে, রাজনৈতিক সত্ত্বার দালাল আছে, তারা খানাকুল বিধানসভাকে ছোট করার চেষ্টা করছে।

এটিএম জালিয়াতির অভিযোগ বালুরঘাটে, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এটিএম জালিয়াতির অভিযোগ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম মেশিনে সেলোটেপ লাগিয়ে জালিয়াতি করার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ধৃতকে তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত শিবতলি এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম জাহিদ খান (৩৪)। তিনি বিহার রাজ্যের বাসিন্দা। অভিযোগ, সবার অলক্ষ্যে এদিন সেলোটেপ কিংবা অন্য কোনও বিশেষ যন্ত্র লাগিয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করবার চেষ্টা করছিলেন ওই ব্যক্তি। বিষয়টি হাতেনাতে ধরে ফেলেন ওই এটিএম এর কর্মীরা। পাশাপাশি বিষয়টি জানাজানি হতেই ছুটে আসে স্থানীয়রাও। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় বালুরঘাট থানায়। এটিএম কর্মী এবং স্থানীয়দের উপস্থিতিতে ওই ব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হয় বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই এটিএমে প্রতারণা করার অভিযোগ আসছিল। অনেক সময় এটিএম প্রতারণার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল গ্রাহকদের। এরপর থেকেই এটিএম এর ওপরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল কর্মীদের তরফে। অবশেষে জাহিদ খান নামে ওই ব্যক্তি এদিন এটিএম জালিয়াতি করার চেষ্টা করলে হাতেনাতে পাকড়াও করে এটিএম এর কর্মী এবং গ্রাহকেরা।

এ বিষয়ে ওই এটিএম কর্মী জানান, 'এটিএম এ কালো ব্ল্যাক টিউব মেরে ওই ব্যক্তি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় শাটার নামানো ছিল। আমি সেই সময় রিপোর্ট করতে এসেছিলাম। শাটার তুলে ভিতরে ঢুকেই বিষয়টি আমার নজরে আসে। তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করি। তিনি এটিএম এর লক খুলে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যাতে টাকা বেরনোর আগেই সেখানে আটকে যায়। বেশ কিছুদিন ধরেই এই ধরনের জালিয়াতির ঘটনা সামনে আসছিল।' অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ফের নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত সুমন সরকার নামে বছর ২০ এর যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার তেতুলিয়া খালধার এলাকার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চোদ্দোর এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে প্রতিবেশী ওই যুবক। অভিযুক্ত সুমন ওই নাবালিকার বাড়িতে আসে। সেই সময় নাবালিকার বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে ওই নাবালিকাকে সে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই নাবালিকার পরিবার থেকে স্বরূপনগর থানায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্ত নেমে রবিবার ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটে রবিবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বেলেন্ডা গ্রামে। মৃতের নাম সুভাষ দাস। বয়স আনুমানিক ৪৩ বছর। ভাতারের বেলেন্ডা গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিকাল নাগাদ পৌঁছয় জিআরপির আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে এদিন বর্ধমান কাটোয়া রেল শাখায় কাটোয়া থেকে বর্ধমান যাচ্ছিল একটি লোকাল ট্রেন।

সেই ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। খবর পেয়ে ছুটে আসে মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকজন। তারা দাবি করেন রেল লাইন পারাপার করতে গিয়েই এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। জিআরপি দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মনীষীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মুখ্যমন্ত্রীর মেদিনীপুর সফরকে কেন্দ্র করে যে পোস্টার লাগানো হয়েছে সেই পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেট মোড়ে জেলাশাসকের দপ্তরের বাইরে মেদিনীপুর পুরসভার তরফে লাগানো একটি পোস্টারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি ও ক্ষুদিরাম বসুর মতো জাতীয় মনীষীদের মাঝখানে রাখা হয়েছে মমতা ব্যানার্জির ছবি। যা নিয়ে বিরোধীদের তরফে প্রবল আপত্তি তোলা হয়েছে। রবিবার সকালে মেদিনীপুর পুরসভা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ করেছেন জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি শংকর কুমার গুছাইত। তাঁর বক্তব্য, ইতিহাসে বিশেষ অবদান রাখা অবিস্মরণীয় মনীষীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখা একধরনের 'রাজনৈতিক অপপ্রয়াস'।

সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিনের সফরে জেলায় একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। প্রথম দিন সোমবার শালবনির জিন্দাল গ্রুপের পাওয়ার প্লান্টের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। পরের দিন মঙ্গলবার মেদিনীপুর কলেজ মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠকে থাকবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে সব রকম প্রস্তুতি সেরে ফেলা হয়েছে। মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহ স্বাগত পোস্টার। এই পোস্টারগুলির একটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এ বিষয়ে মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা জানান, অতি উৎসাহী হয়ে মেদিনীপুর পুরসভা এই বিতর্কিত পোস্টার লাগিয়েছে। আমরা তা খুলে নিতে বলেছি।

রিটায়ার্ড ফেডারেশনের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির পঞ্চম জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিটায়ার্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের উদ্যোগে রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরের কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউশনে ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির পঞ্চম জেলা সম্মেলন ও ১৪ তম বার্ষিক মহকুমা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই জেলা সম্মেলনে আগামী দিনের পথ চলা সম্পর্কে আলোচনা আলোচনা করেন সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃত্বরা। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেন, বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। ওই সম্মেলনে

উপস্থিত সংগঠনের প্রতিনিধিরা নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিরা তাদের দাবিগুলি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন।

বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নামে অভিযোগ দায়ের পুলিশের। পুরো বিষয়টি নিয়ে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

উল্লেখ্য, শনিবার বালুরঘাটে বিজেপির মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশের সঙ্গে কার্যত হাতাহাতি বেঁধে যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। সেই ঘটনায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সহ অন্যান্য বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থকদের নামে অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানান, '২৬ এর নির্বাচনের আগে আমাদের কর্মীদের মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের এই চক্রান্ত চালাচ্ছে। আমাদের জেলার সাধারণ সম্পাদক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসক জানিয়েছে মাথায় রক্ত জমে রয়েছে। যে পুলিশ এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাকে আমরা ছাড়ছি না। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।'

রবিবার হাওড়ার আমতা মেলাইবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল আর্য পুরোহিত সমাজের অষ্টম বর্ষ সম্মেলন। এদিন পুরোহিত সমাজকে শুভেচ্ছা জানান উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারক ফটিক চক্রবর্তী, সমাজসেবী বিমল দাস, প্রমুখ। উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রদীপ চক্রবর্তী জানান, 'এলাকার অসহায় মানুষকে বস্ত্র দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়, কৃতীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। দিন ভোর ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান হয়।

বেপরোয়া বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত ২, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শুক্রবার ও শনিবার পান্ডবেশ্বর ও কাঁকসায় পরপর ৩ টি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু ও দুই জন গুরুতর আহত হওয়ার পর রবিবারেও উত্তেজনা অব্যাহত এলাকাগুলিতে। স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি তুলেছেন, দিনের বেলায় বালি বোঝাই লরি-ডাম্পারের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক।

শুক্রবার রাতে পান্ডবেশ্বরের সিনেমা হল মোড় এলাকায় বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় (২৯) নামে এক যুবকের। শনিবার দুপুরে কাঁকসার মলানদিঘিতে ডাম্পারের ধাক্কায় স্কুটির আরোহী অনিল লোহার (৪৯) মারা যান। একই দিন সন্ধ্যায় পানাগড়-সিলামপুর রোডে লরির ধাক্কায় আহত হন এক বাইক আরোহী ও তার ভাইঝি।

রবিবার সকালেও উত্তেজনা দেখা যায় এলাকাগুলিতে। ভাঙা রাস্তা, বেপরোয়া গাড়ির গতি এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। পানাগড়-ঘুটিংডাঙা সড়কে বাসিন্দারা লরির গতি নিয়ন্ত্রণ ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান।

স্থানীয়দের বক্তব্য, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দুর্গাপুর ট্রাফিক এসিপি রাজকুমার মালাকার জানান, রাস্তায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে।

নীলকর সাহেবদের বাংলো এখন ভূতেদের ঠিকানা!

গুজবে আতঙ্কিত মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত, বিজ্ঞান মঞ্চের সচেতনতামূলক প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একসময় নীলকর সাহেবদের বাংলো, যা আজ গ্রামবাসীদের কাছে ভূত বাড়ি নামে পরিচিত। কেউ আবার বলেন, সাহেব দালান বাড়ি। আজও এলাকার মানুষদের কাছে পরিত্যক্ত নীলকর সাহেবদের সেই বাড়ি নিয়ে রয়েছে ভূতের আতঙ্ক। সন্ধ্যা নামলেই ব্রিটিশ আমলের সেই পরিত্যক্ত বাড়ির আশেপাশে ভিড়তে দেখা যায় না গ্রামবাসীদের। পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটিয়া এলাকায় রয়েছে এক সময়কার নীলকর সাহেবদের এই পরিত্যক্ত বাড়িটি। বর্তমানে সংস্কারের অভাবে ওই বাড়িটি বিভিন্ন অংশ ভেঙেচুরে পড়েছে। আবার এই পরিত্যক্ত বাড়িতে ঘিরেই জঙ্গল, আগাছায় ভরে গিয়েছে। দিনের বেলায় কিছু অল্পবয়সিরা দল বেঁধে সেই বাড়ির আশেপাশে এসে ভূতেরা বাড়ি বলে রিলস বানায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর সেখানে কাউকে যেটা দেখা যায় না। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, রাত যত বাড়ে, ততই নাকি ওই বাড়ির ভেতর থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ভেসে আসে। পুরাতন মালদার নীলকর সাহেবদের এই বাড়িতে ঘিরে আজও স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশের মধ্যে ভূতের আতঙ্ক রয়েছে।

রাঙ্গামাটিয়া এলাকার অধিকাংশ গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ব্রিটিশ আমলে নীলকর

সাহেবেরা তাঁদের রানিদের নিয়ে এই বাংলোতেই থাকতেন। পরিবারের বাবা ও ঠাকুরদাদাদের মুখ থেকেই শোনা, নীলকর সাহেবদের চলে যাওয়ার পর থেকেই পরিত্যক্ত অবস্থায় এই বাড়িটি পড়ে রয়েছে। গভীর রাতে সেখানে আজও নাকি বিভিন্ন ধরনের নানা শব্দ শোনা যায়। সেখান থেকেই গ্রামবাসীদের অনেকেই ভূতের আতঙ্ক তাড়া করে বেরাচ্ছে।

রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ সাহা, কমল হালদারদের বক্তব্য, কিছু অল্পবয়সিরা দিনের আলোতে এই বাড়ির আশপাশে এসে ভূত বাড়ি বলে রিলস তৈরি করছে এখন। কিন্তু সন্ধ্যার পর মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে যায় না। আমরাও শুনেছি গভীর রাতে নাকি এই বাড়ি থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ভেসে আসে। অথচ এই পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরেই রয়েছে একটি চার্চ। গ্রামবাসীদের কারোর কাছে এটি ভূতিয়া বাড়ি, আবার কেউ বলেন সাহেব দালান বাড়ি। ব্রিটিশ আমলের এই বাড়িটি যদি প্রশাসন সংস্কার করত তাহলে হয়তো বাইরে থেকে ঘুরতে আসা মানুষদের মধ্যে একটা উৎসাহ থাকত।

ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রভুনাথ দুবে বলেন, ভূত বলে কিছু হয় না। তবুও গ্রামের কিছু মানুষের কাছে ওই পরিত্যক্ত বাড়িটি ভূত বাড়ি হিসেবে পরিচিত। ত্রিবর্গা দেওয়া দোতলা এই বাড়ির বিভিন্ন অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে বাড়ির অধিকাংশ চত্বর। এছাড়াও ঝোপ, জঙ্গলের জেরে বিষধর সাপ বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ভূতের আতঙ্কের কথা যে বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ গুজব। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলার সম্পাদক সুনীল দাস বলেন, ভূত বলে কিছু হয় না। এসবই কুসংস্কার। যদি তদন্ত করে দেখা যায় নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও অসাধু চক্রের হাত থাকতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় জমি দখলের করতে গিয়ে কৌশলে এই ধরনের নানান গুজব ছড়ায় কেউ কেউ। এর আগেও বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাওয়া হয়েছিল। বিগত দিনের সে ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়েছে।

ম্যাচ হেরে লাস্টবয় ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস

সুপার ক্লাসিকোয় সুপারস্টার হিটম্যান, স্কাইয়ের সঙ্গে জুটিতেই জয় মুম্বইয়ের

এই আইপিএলে প্রথম ম্যাচ সেরা ইনিংস উপদার দিলেন রোহিত শর্মা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফ্লপ মাস্টার থেকে একেবারে সুপারস্টার। ব্যাট হাতে ক্লাসিকো লড়াইয়ে সব সমালোচনা থামিয়ে দিলেন রোহিত শর্মা। আইপিএলে ৬ ম্যাচে ৮৪ রান। আর এক ম্যাচেই অপরাজিত ৭৬ রান। ফের সুপার স্টার রোহিত শর্মা। ৪৫ বলে ৪ চার ও ৬ ছক্কায় ৭৬ রান করেছেন ৩৭ বছর বয়সী রোহিত শর্মা। পাশাপাশি ৫ ছক্কায় ও ৬ চারে ৩০ বলে অপরাজিত ৬৮ রানের ইনিংস খেলেন সূর্যকুমার। এই দুজনের ৫৪ বলে অবিচ্ছিন্ন ১১৪ রানের জুটিতে ১৭৭ রানের লক্ষ্যে ৯ উইকেট ও ২৬ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় মুম্বই। প্রথমে ব্যাট ৫ উইকেটে ১৭৬ রান তুলেছিল চেন্নাই। ২৬ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে চার নম্বর জয় তুলে নেয় মুম্বই। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে ছয়ে। অন্যদিকে সমান ম্যাচে ষষ্ঠ হারের দেখা পাওয়া আরেক পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই আছে দশ দলের মধ্যে দশে। রান তাড়ায় রায়ান রিকেলটনকে নিয়ে ওপেনিংয়ে নেমে ৬.৪ ওভারে ৬৩ রান যোগ করেন রোহিত। রিকেলটন ১৯ বলে ২৪ রান করেন। এরপর শুরু হয় প্রাক্তন ও বর্তমান ভারত অধিনায়কের জুটি। রোহিতের মতো সূর্যকুমারও ফিরেছেন এবারের আইপিএল নিজের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলে। ৩০ বলে ৬ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৮ রান করেছেন 'স্কাই'।

দুই দলই আইপিএলে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জনকারী ফ্রাঞ্চাইজি। ৫টি করে মোট ১০টি ট্রফি জিতেছে এই দুই দল। যে কারণে চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মুখোমুখি হওয়া মানেই একটা ক্লাসিকো লড়াই। সেই লড়াইয়ে জৌলস হয়তো এখন কম, কিন্তু হাতি মরলেও যেমন তার দাম লাখ টাকা, তেমনি চেন্নাই-মুম্বই লড়াইয়েও আলাদা একটা আকর্ষণ ছিল। মাঠের লড়াইও বেশ জমে ওঠে। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় দুই দল। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে মুম্বইকে ১৭৭ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দেয় চেন্নাই। ব্যাট করতে নামার পর দুই ওপেনার শেখ রশিদ ও রাচিন রবীন্দ্র মিলে খুব বেশি কিছু করতে পারেননি। ১৯ রান করে আউট হন রশিদ এবং রাচিন রবীন্দ্র করেন ৫ রান। তবে আয়ুশ মাহাত্রি আর রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় চেন্নাই। ১৫ বলে ৩২ রান করে আউট হন মাহাত্রি। ৩৫ বলে ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন রবীন্দ্র জাদেজা, ৩২ বলে শিবম দুবে করেন ৫০ রান। এমএস ধোনি ৬ বলে ৪ রানের বেশি করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান তোলে চেন্নাই সুপার কিংস। এদিন বল হাতে বুমরাহ নেন ২ উইকেট। এই ম্যাচ দিয়ে আয়ুশের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিষেক হয় ১৭ বছর ২৭৮ দিন বয়সে। আইপিএলে চেন্নাইয়ের সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার এখন তিনিই। এতদিন রেকর্ডটি ছিল আভিনাভ মুকুন্দের। ২০০৮ সালে প্রথম আসরে তার অভিষেক হয়েছিল ১৮ বছর ১৩৯ দিন বয়সে। তিন নম্বরে নেমে ২টি ছক্কা ও ৪টি চারে ১৫ বলে ৩২ রানের ইনিংস খেলেন আয়ুশ। শুরুতে এবারের আইপিএলে ছিলেন না আয়ুশ। গত নভেম্বরের মেগা নিলামে তিনি দল পাননি। টুর্নামেন্টের মাঝপথে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় চোট পেয়ে ছিটকে গেলে তার বদলি হিসেবে নেওয়া হয় আয়ুশকে।

রেকর্ড গড়ে পাঞ্জাবকে হারিয়ে প্রতিশোধ বিরাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারের বদলা রবিবার। একদিন আগেই ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলিরা। একদিন পর পাঞ্জাবের ডেরায় এসে জয় ছিনিয়ে নিয়ে প্রতিশোধ নিলেন বিরাট কোহলিরা। বিরাট ব্যাটে ভর করে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় রজত পাতিদারের দল। নিজেদের মাঠে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেটে ১৫৭ রানে আটকে যায় পাঞ্জাব। জবাবে ৭ বল আর ৭ উইকেট বাকি থাকতেই লক্ষ্য টপকে গেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৭৩ রানে অপরাজিত থাকলেন কোহলি, মাঠ ছাড়লেন দলকে জিতিয়েই। অর্ধশতরান করে নতুন রেকর্ডও করেছেন। ৬৭ হাফসেঞ্চুরি নিয়ে তিনিই এখন সবার ওপরে। ৬৬ হাফসেঞ্চুরি করা ডেভিড ওয়ার্নার নেমে গেছেন দুইয়ে। ওয়ার্নার আর খেলছেন না। তিনে থাকা শিখর ধাওয়ান (৫৩)ও খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। আপাতত তাই বিরাট রাজই শুরু। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এসেছে বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব নেমে গেছে চারে। রান রেটে বেঙ্গালুরু এগিয়ে থাকলেও ৮ ম্যাচে ৫ জয়ে দুই দলেরই পয়েন্ট সমান ১০ করে।

ম্যাচ জিতিয়ে শ্রেয়সকে দেখিয়ে উচ্ছ্বাস বিরাট কোহলির

শুরুটা ভালোই করার চেষ্টা করলেও বেশিদূর এগোতে পারেননি পাঞ্জাবের দুই ওপেনার। ১৫ বলে ২২ রানে ফেরেন প্রিয়াংশ। প্রভসিমরন ফেরেন ১৭ বলে ৩৩। শ্রেয়স আইয়ার (৬) এদিন ব্যর্থ হন। একে একে ফিরে যান নেহাল ওয়াধেরা (৫), জশ ইংলিশ (২৯), মার্কাস স্টয়নিস (১)। একসময় ১১৪ রানে ৬ উইকেট খুইয়ে চাপেই পড়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবকে ভদ্রস্থ জায়গায় নিয়ে যান শশাঙ্ক সিং (৩১)। তবে পাঞ্জাবের ইনিংস ১৫৭ রানের বেশি এগোয়নি। ১৫৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ফিল সল্টের (১) উইকেট হারায় আরসিবি। কোহলি অবশ্য অটল ছিলেন। তাঁকে সঙ্গ দেন দেবদত্ত পাড্ডিকাল। দু'জনেই নিয়ে যায় জেতার পরিস্থিতিতে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার দেবদত্ত পাড্ডিকাল ৩৫ বলে ৬১ রান। এরমধ্যে ৫ চার ও ৪ ছয়। অধিনায়ক রজত পাতিদার ১২ রানে ফেরেন। এরপর জিতেশ শর্মাকে নিয়ে ম্যাচ শেষ করেন বিরাট কোহলি। ৫৪ বলে ৭ চার ও ১ ছয়ে ৭৩ রানে অপরাজিত ছিলেন। ২০০৮ সালে আইপিএলের শুরু থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলছেন কোহলি। এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। এখানে ২৫২ ইনিংসে তার ফিফটি ৫৯টি, সেঞ্চুরি ৮টি, এটাও রেকর্ড।

আইপিএলে বিরাট রেকর্ড, বিদেশি তারকাকে ছাপিয়ে শীর্ষে কিং কোহলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট কোহলি এবং আরও একটি রেকর্ড। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ছন্দ ওঠা-নামা করছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে একশোটি হাফসেঞ্চুরি ছিল বিরাট কোহলির। এশিয়ার কোনও ব্যাটারের এই রেকর্ড নেই। এ বার আইপিএলেও ইতিহাস গড়লেন। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে দুরন্ত হাফসেঞ্চুরি বিরাট কোহলির। যদিও বিধ্বংসী নয়। বরং একটা পরিণত হাফসেঞ্চুরি প্লাস ইনিংস। আইপিএলের মঞ্চে এটি তাঁর ৬৭তম হাফসেঞ্চুরি। আর তাতেই ছাপিয়ে গেলেন বিদেশি ক্রিকেটারকে। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরির তালিকায় শীর্ষে এখন কিং কোহলিই।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরি ছিল ডেভিড ওয়ার্নারের। আইপিএলে দুটো ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন অজি তারকা ডেভিড ওয়ার্নার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ট্রফিও দিয়েছেন। পরে খেলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসেও। এ বারের মেগা অকশনে অবশ্য টিম পাননি। আইপিএলে ১৮৪ ম্যাচে ৬৬টি হাফসেঞ্চুরি ছিল ডেভিড ওয়ার্নারের। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচেই তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিলেন বিরাট কোহলি।

সুপার কাপে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের বিদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হতাশার মরসুম। মরসুম জুড়েই হতাশা। গত মরসুমে একটা তবু প্রাপ্তি ছিল। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অস্বস্তির কাটলেও গত বার কলিঙ্গ সুপার জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ এক যুগ পর কোনও সর্বভারতীয় ট্রফি এসেছিল। এবার ইস্টবেঙ্গলের মহিলা টিম ট্রফি জিতেছে। কিন্তু ছেলেদের টিমের মরসুম শেষ হল চূড়ান্ত হতাশায়। সুপার কাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে হেরে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল। ২-০ গোলে জয় কেরালা ব্লাস্টার্সের। কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলবে ব্লাস্টার্স।

ইডেনে আজ নাইটদের সামনে শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্স

ঘরের মাঠে কঠিন পরীক্ষার সামনে রাহানের কেকেআর

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শম্ভু নাথ ভৌমিক

সোমবার গুজরাট টাইটান্সে বিরুদ্ধে ইডেনে ম্যাচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের। ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গুজরাটই এখন শীর্ষে। মুল্লানপুরে ৬২.২ থেকে মাত্র ৯৫ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পরে এই ম্যাচ নাইটদের কাছে বেশ কঠিনই। কঠিন লড়াই। ৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট মাত্র ৬। প্লে অফের স্বপ্ন দেখতে হলে বাকি ৭ ম্যাচে অন্তত ৫টাতে জিততে হবে নাইটদের। তবে ম্যাচের আগে আলোচনার কেন্দ্রে সেই পিচই। পিচের টার্ন থাকে কি থাকবে না! টার্ন যে গুজরাট ম্যাচেও দারুণ কিছু থাকবে তার আভাস মিলল না। নাইটদের থেকে কোনও বার্তাও আসেনি। অনেকের মত, পুরোদস্তুর ঘূর্ণিতে খেললে হিতে-বিপরীত হতে পারে কেকেআরের। গুজরাটের হাতেও রশিদ খান রয়েছেন। রয়েছেন সাই কিশোরও। পারস্পরিক দ্বৈরথের নিরিখে গুজরাট টাইটান্স ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে কেকেআরের চেয়ে। এ মরসুমে কেকেআরের বিরুদ্ধে গুজরাটের এটিই প্রথম ম্যাচ। ইডেনে অপরাজেয় তকমাও ধরে রাখতে চাইবে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন ও তেইশের রানার-আপরা। কলকাতা নাইট রাইডার্স পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১১২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে জিততে পারেনি। ফলে নাইটদের একাদশে রদবদলের সম্ভাবনা থাকছে। আন্দ্রে রাসেলের ফর্ম যেমন ভাবাচ্ছে, তেমনই কুইন্টন ডি ককের জায়গায় রহমানুল্লাহ গুরবাজকে নামানোর পথও খোলাই রয়েছে। আমেদাবাদে দিল্লি ক্যাপিটালসের দেওয়া ২০৪ রানের টার্গেটে পৌঁছে দিয়েছে ৪ বল বাকি থাকতেই। জয় এসেছে সাত উইকেটে। ফলে পারস্পরিক দ্বৈরথে যেমন গুজরাট এগিয়ে, তেমনই চলতি আইপিএলে ছন্দেও রয়েছেন শুভমান গিলরা। শুভমান গিলের নেতৃত্বে এই প্রথমবার ইডেনে কেকেআরের বিরুদ্ধে খেলবে গুজরাট। গিল ইডেনে টি২০ কেরিয়ারের প্রথম শতরান পেয়েছেন, আগে কেকেআরে থাকার সুবাদে ইডেনকে চেনেন হাতের তালুর মতোই। এদিকে অনুশীলনের সময় বৈভব অরোরার আঙুলে চোট লেগেছে। আন্দ্রে রাসেলের শটে ক্যাচ নিতে গিয়ে এই ফাস্ট বোলার আহত হয়েছেন। গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে খেলার জন্য তিনি ফিট হয়ে উঠতে পারবেন কিনা তা নিয়ে বড় প্রশ্নের ধোঁয়াশা নানা মহলে।

আশিস নেহরার সঙ্গে আলোচনায় গুজরাটের অধিনায়ক শুভমন গিল। - ফাইল ছবি

ঘরের মাঠে নতুন মিশনে নামার আগে আলোচনায় চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

গুজরাতে ওয়াকফের জমিতে তৈরি দোকান থেকে টাকা নিয়ে গ্রেপ্তার ৫

আমদাবাদ, ২০ এপ্রিল: ওয়াকফ ট্রাস্টের জমিতে তৈরি হওয়া দোকান এবং ঘরবাড়ি থেকে ভুয়ো পরিচয়ে টাকা তোলার অভিযোগে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের আমদাবাদে। গুজরাতের ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টার্ড) আমদাবাদের দু'টি ট্রাস্টের সদস্য বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন অভিযুক্তেরা। এই পরিচয় ভাঁড়িয়ে গত ১৭ বছর তাঁরা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বাড়ি এবং দোকানের জন্য ভাড়া তুলছিলেন বলে অভিযোগ। ওই দু'টি ট্রাস্টের জমিতে তৈরি হওয়া প্রায় ১০০টি বাড়ি এবং দোকান থেকে তাঁরা ভাড়া আদায় করতেন বলে অভিযোগ। এই মর্মে আমদাবাদের গায়কোয়াড় হাভেলি থানায় এফআইআর রুজু হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আমদাবাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ভরত রাঠৌর জানান, ওই দুই ট্রাস্টের অধীনস্থ পাঁচ হাজার বর্গফুটেরও বেশি জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে ওই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। সেখানে তাঁরা প্রায় ১০০টি বাড়ি এবং দোকান তৈরি করেন। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ওই অবৈধ নির্মাণগুলি ভাড়া দিয়ে তাঁরা টাকা আদায় করতেন বলে অভিযোগ। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে পুলিশ জানিয়েছে, ওয়াকফ সম্পত্তিকে অভিযুক্তেরা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতেন বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। আমদাবাদের ওই পুলিশকর্তা জানান, অভিযুক্তদের মধ্যে এক জনের বিরুদ্ধে অতীতেও অপরাধমূলক কার্যকলাপের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে অস্ত্র আইনেও একটি মামলা রয়েছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে, পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে অভিযুক্তেরা কেউই ওয়াকফ ট্রাস্টের সদস্য নন। ওই দু'টি ট্রাস্টের মধ্যে একটির জমিতে আগে একটি স্কুল ছিল। ২০০১ সালের ভূমিকম্পের সময়ে ওই স্কুল ভবনের বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে ২০০৯ সালে স্কুলটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে আমদাবাদ পুরসভা। পুরনো ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। অভিযোগ তার পরেই এই অভিযুক্তেরা সেখানে বেশ কিছু দোকান বেআইনিভাবে তৈরি করেন। তার মধ্যে একটি দোকান ঘরকে এক অভিযুক্ত নিজের দপ্তর বলেও ব্যবহার করতেন।

বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে কড়া আইন আনছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল: বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে এবার কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর ঘটনায় লজ্জায় মুখ পুড়েছিল দেশের। সেই ঘটনার পরই বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে কড়া আইন আনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে বিদেশ মন্ত্রক। জানা যাচ্ছে, শীঘ্রই এই বিষয়ে খসড়া প্রকাশ করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বাদল অধিবেশনেই পেশ হবে বিলটি।

জানা যাচ্ছে, 'ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ১৯৮৩' আইনের বেশ কিছু সংশোধন করে নয়া আইন আনবে কেন্দ্র। চাকরি তো বটেই, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক কাজে যারা বিদেশ যান তাঁদের জন্য লাগু হবে আইনটি। যেখানে বিভিন্ন এজেন্সির অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করার উপর জোর দেওয়া হবে। যার ফলে শুধুমাত্র এজেন্সিগুলির রেজিস্ট্রেশন আটকে দেওয়া বা কালো তালিকাভুক্ত করা নয়, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে কাউকে বিপদে ফেললে অভিযুক্তদের ৫ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও এক থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

উল্লেখ্য, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত নেন দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী তাড়ানোর। কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া পড়িয়ে শয়ে শয়ে ভারতীয়কে বিমানে করে ফেরত পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ। শুধু তাই নয়, আরব, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের মতো দেশে চাকরির টোপ দিয়ে ক্রীতদাস বানানোর বহু ঘটনা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে রাশ টানতেই এবার কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র।

বিদেশ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৩০৯৪টি বেআইনি ট্রাভেল এজেন্সির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এই সব এজেন্সির মাধ্যমেই চলেছে বিদেশে চাকরির নামে ভারতীয়দের পাঠানোর কারবার। নয়া আইনে এবার যারা বিদেশ যাবেন তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে হলফনামা দিতে হবে। এর ফলে ঠিক কতজন ভারতীয় বিদেশে রয়েছেন তাঁর সঠিক তথ্য থাকবে সরকারের কাছে। আইনে আইনে যারা শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতেন তাঁদের কোনও উল্লেখ ছিল না। নয়া আইনে সেই সব এজেন্সির বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে যারা মিথ্যা কথা বলে পড়ুয়াদের বিদেশ পাঠাত। নয়া বিলকে শক্তিশালী করতে সেইসব রাজ্যগুলিরও পরামর্শ নেওয়া হবে যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ চাকরি ও শিক্ষার জন্য বিদেশ যান।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/18/25-26 Dated 17.04.2025	DAMAGE ROAD REPAIRING AT DWARIR ROAD IN WARD NO - 23,24,25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,091.00

Bid Submission end date: **29.04.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/20/25-26 Dated 17.04.2025	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 600mm(NP3)] & Bituminous Road(Length 268.00m) inside Bikrampur opposite Pepsi of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 43,20,290.00

Bid Submission end date: 06.05.2025 at 11-00 hrs.
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/17/25-26 Dated 17.04.2025	Concrete road with covered surface drain at Battala old panchayet office to Manasa Bari in ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,03,000.00
WBMAD/ULB/RSM/19/25-26 Dated 17.04.2025	Cycle Stand shed at Garia Baroda Prasad Uchcha Vidyalaya under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,99,068.00

Bid Submission end date: **29.04.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

উচ্চতর আদালতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি কুলভূষণ যাদবকে

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল: আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশের পরও উচ্চতর আদালতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি কুলভূষণ যাদবকে। সম্প্রতি পাক সুপ্রিম কোর্টে এ কথা স্বীকার করে নিল পাকিস্তান সরকার। এক ভিন্ন মামলায় কুলভূষণ যাদবের প্রসঙ্গ টেনে এনে একথা স্বীকার করে নিল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

২০২৩ সালে পাকিস্তানে ইমরান খানের গ্রেপ্তারি ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করে পাক সরকার। পাক সামরিক আদালত সাজা ঘোষণা করে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাহলে পাকিস্তানের নাগরিকদের সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না কেন? এপ্রসঙ্গে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রকের

একথা স্বীকার করল পাক সরকার

বন্দিদের মুক্তির দাবিতে মামলা চলছে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতে। সেখানেই বিচারপতিরা জানতে চান, যাদবের ক্ষেত্রে সামরিক আদালতের রায় পর্যালোচনার আইনজীবী জানান, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে কুলভূষণকে ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আবেদনের অধিকার দেওয়া হয়নি। তাই তাঁকে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি সেখানকার সরকার।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কুলভূষণ যাদবকে গ্রেপ্তার করেছিল পাকিস্তান। ২০১৭ সালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয় পাক সামরিক আদালত। অভিযোগ তোলা হয় তিনি ভারতীয় গুপ্তচর এবং র-এর হয়ে কাজ করেন। তবে পালটা ভারতের তরফে জানানো হয়, কুলভূষণ প্রাক্তন নৌসেনা কর্মী। ব্যবসায়ীক কাজে তিনি ইরানে ছিলেন সেখান থেকে অপহরণ করে তাঁকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। এই মৃত্যুদণ্ডে স্থগিতাদেশ চেয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হয় ভারত। এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় ভারতের পক্ষে যায়।

আন্তর্জাতিক আদালত জানিয়ে দেয়, পাকিস্তান যাদবকে কনসুলার অ্যাক্সেস বা কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

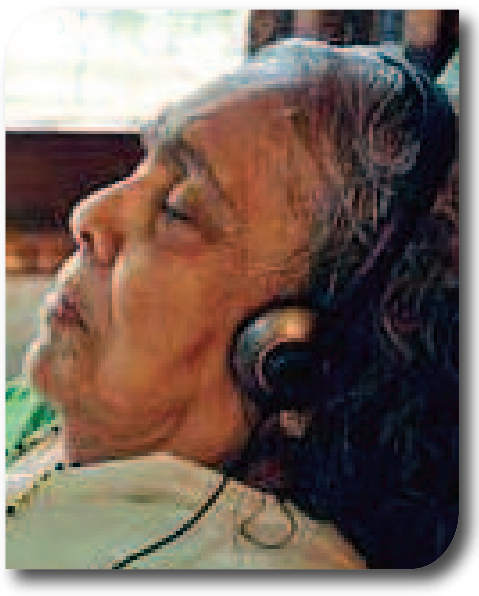

আরোগ্য

সোমবার • ২১ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

মিউজিক থেরাপি ও জটিল রোগ থেকে মুক্তির উপায়

ডা শামসুল হক

এমনই কিছু কিছু রোগ আছে হঠাৎ হঠাৎ ই যদের আবির্ভাব আমাদের জীবনকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং তাদের দাপটে সদা সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকা ছাড়া তখন আর কোন উপায় ও থাকে না । বলাই বাহুল্য অতি আচম্বিতেই আগত সেইসব রোগের আক্রমণ সেইসময় ভীষণভাবে ভাবিয়েও তোলে সকলকে । অনেক সময় সেই রোগয় আবার এমনই জটিল রূপ ধারণ করে যে সমগ্ জীবনকে তা দুর্বিসহ করেও তোলে ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন বিলম্বিত চিকিৎসার কারণে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সেই রোগ যদি আরও জটিল রূপ ধারণ করে এবং তখন যদি নেওয়া হয় সুর ও সঙ্গীতের সহায়তা তাহলে মিলতে পারে আশার আলো ও ।

বিশেষজ্ঞরা এই বিশেষ পদ্ধতির নাম দিয়েছেন মিউজিক থেরাপি । এর মাধ্যমে মাথা ব্যথা , ঘুমের অসুবিধা , মনের মধ্যে শঙ্কা , অজানা দুঃশ্চিন্তা সহ বাত , হাঁপানি , হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকেও আরোগ্যলাভ সম্ভব ।

বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখন এই বিদ্যার মাধ্যমেই বহু রোগের চিকিৎসা চালাচ্ছেন চিকিৎসকরা । আমাদের দেশের কিছু কিছু অঞ্চলেও পরীক্ষামূলকভাবে এই কাজ চললেও ব্যাপকভাবে তা চালু হয়নি । তবে খবর পাওয়া গেছে যে , খুব শীঘ্রই এখানেও এই ধরণের রোগীদের ক্ষেত্রে চালু করা হবে এই ব্যবস্থ । আর যদি অতি দ্রুত ই সেই ব্যবস্থা চালু হয় তাহলে চিকিৎসার জগতে স্মৃতি সত্যিই দেখা মিলবে নতুন আলোর সন্ধান। আর তার ফলে মানুষের রোগ মুক্তির সময়সীমা যেমন কমবে, ঠিক তেমনই কমবে অনেক চিকিৎসার খরচ ও ।

সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের মতে শব্দ থেকেই সৃষ্ট এক ধ্বনির নাম হলো সুর বা সঙ্গীত , যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধ্বনির সমন্বয়েই একেবারে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে থাকে । জানা গেছে প্রত্যেকটা ধ্বনির আবার আছে একটা করে নিজস্ব কম্পমান ক্ষমতা ।আর তার স্বরূপটাও আবার হতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের । কিন্তু তা যাই হোক না কেন মানুষের কর্ণগহ্বরে সেটা প্রবেশ করে তরঙ্গাকারেই ।

সেই শব্দতরঙ্গ তখন মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই সরাসরি পৌঁছে যায় একেবারে মস্তিষ্কের মাঝখানে তারপর সেখান থেকেই শুরু হয় তার বিচ্ছুরণ এবং তারপরেই সুরের ঝঙ্কার শনাক্ত করা যায় আলাদা আলাদাভাবে , আলাদা আলাদারূপেই ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানুষের মস্তিষ্ক যেকোনও ধরনের কথা বা শব্দের চেয়ে সুরকে আকর্ষণ করতেই বেশি ভালবাসে । অবশ্য সুরের বৈচিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে শুধুমাত্র তীক্ষ্ম মস্তিষ্ক থাকলেই হবে না , প্রয়োজন পড়বে আবেগ , মেধা এবং আগ্ হের । তবেই তা ধীরে ধীরে প্রভাবিত করবে হৃদস্পন্দনকে এবং তারপর দেহের অন্যান্য স্নায়ুতন্ত্রকেও ।

মধুর সঙ্গীত তরঙ্গের দৌলতেই যে সুচিকিৎসা সম্ভব তা প্রমাণ করেছেন ইউরোপের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকরাই । সেখানে পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞদের রোগীদের সেবার জন্য নিয়োজিত করা হয় চিকিৎসকদের মতামত নেওয়ার পর ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন , সঙ্গীতের সুর শুধুমাত্র চিকিৎসার কাজেই ব্যবহৃত হয় না । অনেক বড় বড় গবেষক , বৈজ্ঞানিক, শিল্পী বা অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও সঙ্গীতের সুরে বিভোর হয়েই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছেন তাঁদের নিজস্ব সব সৃষ্টিকর্ম । অ্যারিষ্টটল , প্লেটোর মতো লেখকরাও মজেছিলেন সঙ্গীতের মোহেই । রেঁনেসার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তথা ভাস্কর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যখন তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম মোনালিসার আঁকার কাজ শুরু করেছিলেন তখনও তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন এই সঙ্গীতের । তখন তাঁর মডেল ম্যাডোনা লিসার মনোনিবেশ যাতে অটুট থাকে সেইজন্যই শিল্পীকে বেছে নিতে হয়েছিল সেই পথ । আর সেই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেই তিনি যে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই পৌঁছাতে পেরেছিলেন তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে সেই কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থেন । প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এই মিউজিক থেরাপি । আহত , ক্লান্ত , ভীত তৎসহ অবসাদগ্রস্ত সৈনিকদের উদ্ধুদ্ধ করার তাগিদেই সেনানায়েকের নির্দেশেই নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত ।

চিকিৎসার কাজে মিউজিক থেরাপি যে সব বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রেই সমান উপযোগী তা স্বীকার করেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা । বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকান মিউজিক থেরাপির বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ের উপর প্রচুর গবেষণাকর্ম চালিয়েছিলেন আর তাঁরাই প্রমাণ করেছেন যে , কেবলমাত্র রোগ নিরাময়ের জন্যেই নয় এর সাহায্যে কমানো সম্ভব শারীরিক এবং মানসিক চাপের বোঝাও । সবসময় ক্লান্তিহীন থাকা , চিন্তামুক্ত হয়েই জীবনধারণ করা সম্ভব এর মাধ্যমেই । আবার স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে অথবা শরীর ও মনের পুরাতন যন্ত্রণা কমাতেও মিউজিক থেরাপির গুরুত্ব অপরিসীম ।

এই উপমহাদেশে মিউজিক থেরাপির প্রচলন হয়েছে একটু বিলম্বেই । ভারতেও তাই । এখানে এর প্রবেশ অবশ্য এপোলো হাসপাতালের হাত ধরেই । চেন্নাইয়ের একটা বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে এখন পড়ানো শুরু হয়েছে এই বিষয়ের উপর একটা ডিপ্লোমা কোর্সের ।

নিউইয়র্কের একটা প্রথম শ্রেণীর সরকারি হাসপাতালের প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডা ম্যাথু লিও এই থেরাপির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন এবং তিনি তাঁর অপারেশন থিয়েটারে তার প্রয়োগের মাধ্যমে রোগীদের স্বস্তিও দিয়েছেন ।

ফিনল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত শল্য চিকিৎসক ডা ক্লিডন্যাশের মতামত সেই একই । তিনি অপারেশনের সময় মিউজিক থেরাপির মাধ্যমেই রোগীদের এবং সেইসঙ্গে নিজের মনমেজাজটাও ঝরঝরে রাখার চেষ্টা করেন ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন প্রিম্যাচিওর শিশুদের ক্ষেত্রেও মিউজিক থেরাপি অত্যন্ত কার্যকরী । শিশুদের মনে বিস্তার ঘটাতে অথবা তাড়াতাড়ি কথা বলা শেখাতে এটি ভীষণ সহায়ক । সাহায্য করে স্বাভাবিক হাঁটাচলার ক্ষেত্রেও ।

ক্যানসার রোগীদের কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কষ্টকর এক সমস্যা হিসেবে হাজির হয় । তাই বর্তমানে এর মাধ্যমেই সেই সমস্যাসমূহ পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ।

প্রস্রাবের গতি দুর্বল? বন্ধ হওয়ার পরেও ফোঁটা ফোঁটা মূত্রপাত? নেপথ্যে থাকতে পারে একটি অঙ্গের ক্যানসার!

প্রোস্টেট গ্রন্থিটি পুরুষদের প্রজননতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই গ্রন্থি বীর্য তৈরিতে সাহায্য করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থির ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে পুরুষদের। সাধারণত, প্রোস্টেট ক্যানসার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। তবে, কিছু ক্ষেত্রে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা গেলে প্রোস্টেট ক্যানসারের সফল চিকিৎসা সম্ভব।

কীভাবে চিনবেন এই রোগ?

প্রোস্টেট ক্যানসারের প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোনও সুস্পষ্ট উপসর্গ দেখা নাও দিতে পারে। তবে রোগ বাড়লে কিছু লক্ষণ দেখা যেতে পারে। তেমনই কয়েকটি সাধারণ উপসর্গ এখানে উল্লেখ করা হল-

- ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ বিশেষ করে রাতের বেলায় বার বার প্রস্রাবের প্রয়োজন অনুভব করা।
- প্রস্রাব শুরু করতে বা বন্ধ করতে অসুবিধা প্রস্রাব শুরু করতে দ্বিধা বোধ করা অথবা শুরু করার পর তা বন্ধ করতে সমস্যা হওয়া।
- দুর্বল বা থেমে থেমে প্রস্রাবের ধারা প্রস্রাবের বেগ দুর্বল হওয়া অথবা একটানা না হয়ে থেমে থেমে আসা।
- প্রস্রাবের সময় ব্যথা বা অস্বস্তি প্রস্রাব করার সময় ব্যথা, জ্বালা বা অস্বস্তি অনুভব করা।
- প্রস্রাবে বা বীর্যে রক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে অথবা বীর্যের সঙ্গে রক্ত পড়া।

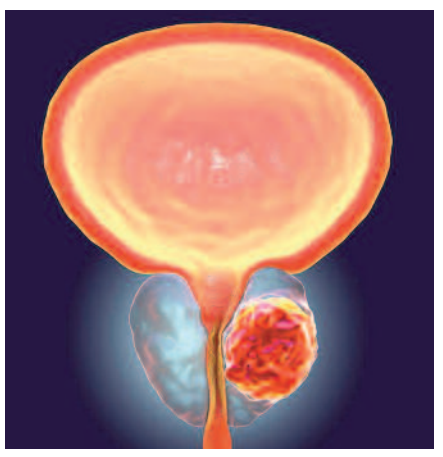

- কোমর, নিতম্ব বা পেলভিসে ব্যথা একটানা কোমর, নিতম্ব বা পেলভিসের হাড়ে ব্যথা অনুভব করা।
- ইরেকটাইল ডিসফাংশন লিঙ্গোত্থানে সমস্যা হওয়া।

মনে রাখা জরুরি যে এই উপসর্গগুলো অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার কারণেও হতে পারে। তাই এই ধরনের কোনও লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ফাইবার, পটাসিয়াম, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ঠাসা! হৃদরোগ থেকে বাঁচতে নিয়ম করে খান এই ফল

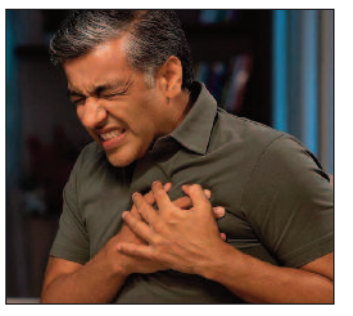

কিউই ফল এখন বাঙালির কাছে বেশ পরিচিত। ভেতরে সবুজ আর ছোট ছোট কালো বীজ ছড়ানো এই ফল দেখতেও বেশ আকর্ষণীয়। কিউইর মিষ্টি-টক স্বাদ যেমন মনকে সতেজ করে তোলে, তেমনই ভিটামিন সি, ভিটামিন কে এবং ফাইবার সহ অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ফল। নিউজিল্যান্ডে এই ফলের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হওয়ার পর থেকে এটি বিশ্বজুড়ে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু হওয়ার কারণে কিউই এখন প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়।

কিউই স্বাস্থ্যের জন্যও দারুণ উপকারী। কী কী উপকার পাওয়া যায় এই ফল খেলে?

১. রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে কিউইতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই ফল শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

২. হজমক্ষমতা বাড়ায় এই ফলে অ্যাক্টিনিডিন নামক একটি বিশেষ এনজাইম থাকে, যা প্রোটিন হজম করতে সাহায্য করে। ফলে খাবার সহজে হজম হয় এবং পেট পরিষ্কার থাকে।

৩. চোখের জন্য ভাল কিউইতে লুটেইন এবং জেক্সানথিন নামক দু'টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এগুলো চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

৪. হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় কিউইতে ফাইবার, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে পারে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমে।

৫. ত্বকের জন্য উপকারী ভিটামিন সি একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বককে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং কোলাজেন উৎপাদনে সাহায্য করে। এর ফলে ত্বক আরও উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়।

শরীরে জিঙ্কের ঘাটতি পূরণ করবেন কীভাবে?

শরীর ভাল রাখতে শুধু প্রোটিন, শর্করা আর ফ্যাট নয়, দরকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থও। জিঙ্ক তেমনই একটি অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ, যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে সহায়ক। জিঙ্ক শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে এবং তাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা শরীরকে সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। ডিএনএ এবং প্রোটিন তৈরিতে জিঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা কোষের বৃদ্ধি, বিভাজন এবং মেরামতের জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও ক্ষত নিরাময় করতে, এনজাইমের কার্যকারিতা বজায় রাখতে, স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি বজায় রাখতে, দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে জিঙ্ক আবশ্যক। টেস্টোস্টেরন এবং ইনসুলিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ হরমোন উৎপাদনেও জিঙ্ক প্রয়োজন।

শরীরে জিঙ্কের অভাব হলে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন শরীরে জিঙ্কের ঘাটতি হচ্ছে?

১। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া ঘন ঘন সংক্রমণ বা রোগাক্রান্ত হওয়া।

২। ক্ষত দেরিতে নিরাময় হওয়া ছোটখাটো আঘাত বা ক্ষত সারতে বেশি সময় লাগা।

৩। স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি কমে যাওয়া খাবারের স্বাদ বা গন্ধ ঠিকমতো বুঝতে না পারা।

৪। চুল পড়া অস্বাভাবিক হারে চুল ঝরে যাওয়া।

৫। ত্বকের সমস্যা ফুসকুড়ি, চুলকানি বা অন্যান্য চর্মরোগ দেখা দেওয়া।

৬। ক্ষুধা কমে যাওয়া খাবারের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া।

৭। ওজন কমে যাওয়া কারণ ছাড়াই ওজন হ্রাস পাওয়া।

৮। মানসিক সমস্যা মনোযোগের অভাব, বিরক্তি বা বিষণ্নতা দেখা দিতে পারে।

৯। শিশুদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিলম্ব দেখা যেতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের খাবার থেকে আমরা জিঙ্ক পেতে পারি। কোন কোন খাবার খেলে দূর হবে জিঙ্কের ঘাটতি? জিঙ্কের প্রাণিজ উৎসের মধ্যে রয়েছে মাংস (বিশেষ করে লাল মাংস), সামুদ্রিক খাবার (যেমন ওয়েস্টার, চিংড়ি, কাঁকড়া), ডিম, দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য (যেমন পনির, দই)। অন্যদিকে উদ্ভিজ্জ উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে কুমড়োর বীজ, তিলের বীজ, সূর্যমুখীর বীজ, কাজুবাদাম, চিনাবাদাম, কাঠবাদাম), ডাল ও শস্যজাতীয় খাবার (যেমন মটরশুঁটি, মসুর ডাল, ছোলা), মাশরুম, পালং শাক ইত্যাদি।